বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।

পরিচালনা পর্ষদের সভার জন্য সার-সংক্ষেপ।

আলোচ্যসূচি নং ঃ ৬৪

সার-সংক্ষেপ নং ঃ ৯৪১৭/২০২০

বিষয় ঃ বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা'র আফিল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান (ক) আফিল এগ্রো লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই) ৪৮০৭.০০ লক্ষ টাকা (খ) আফিল ফীড মিলস লিঃ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারনকরন এবং পোল্ট্রি ব্যবসা সীমিতকরনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আফিল এগ্রো লিঃ এর অনুকূলে বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় হতে ২০০৪ সালে ব্রয়লার মুরগীর ফার্ম স্থাপনের জন্য ১০৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ প্রদান করা হয় এবং সুদাসলে ১৪৪৮.৫৭ লক্ষ টাকা পরিশোধান্তে ঋণ হিসাবটি বন্ধ হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে আফিল এগ্রো লিঃ এর অনুকূলে বিএমআরই প্রকল্প ঋণ বাবদ ৪৮০৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ করা হয়। উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আফিল এগ্রো লিমিটেডের চলতি মূলধন ঋণটি ০৫/০১/২০১৬ তারিখে ১ম বার এবং ০১/০১/২০২০ তারিখে ২য় বার পুনঃতফসিল করা হয়। আফিল এগ্রো লিমিটেড এর প্রকল্প ঋণটি ২০১৪ সালে ১ম বার, ২০১৬ সালে ২য় বার এবং ২০১৮ তারিখে ৩য় বার পুনঃতফলিস করা হয়। তাছাড়া আফিল ফীড মিলস লিঃ নামীয় প্রকল্পটি পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২০০৬-০৭ সনে স্থাপিত হয়। বিবেচ্য ফীড মিল প্রকল্পে উৎপাদিত পোল্ট্রি খাদ্য উদ্যোক্তাদের মালিকানাধীন অপর প্রতিষ্ঠানের পোল্ট্রি ব্রিডার ইউনিট ও কমার্শিয়াল ব্রয়লার পোল্ট্রি ইউনিটে ব্যবহারের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে বিপনন করা হয়। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বপ্রথম ০৭/০৭/২০০৮ তারিখে ৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং পরবর্তীতে চলতি মূলধন ঋণটি পর্যায়ক্রমে বর্ধিত পূর্বক সর্বশেষ ৩১/১২/২০১৩ তারিখে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা চলতি মুলধন ঋণ নবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি লাভজনকভাবে পরিচালিত না হওয়ায় উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণটি ০৫/০১/২০১৬ তারিখে ১ম বার এবং ০১/০১/২০২০ তারিখে ২য় বার পুনঃতফসিল করা হয়। আফিল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক অত্র ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবরে বিগত ১৯/০৫/২০২০ তারিখে আফিল এগ্রো লিঃ, আফিল ফীড মিলস লিঃ এর ঋণ হিসাবস সমূহের সুদ মওকুফ করতঃ মওকুফোত্তর ঋণকে সুদবিহীন ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করতঃ ১০ (দশ) বছরে পরিশোধ এবং ব্যবসা সীমিত পরিসরে পরিচালনা এবং প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের অনুমোদন ও অর্থায়নের জন্য আবেদন করা হয় (কপি সংযুক্ত ০১)। প্রস্তাবটির তথ্য উপাত্ত নিম্নরূপঃ

০১. শাখা ও অঞ্চলের নাম ঃ স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।

০২. ঋণ গ্রহীতা/ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ আফিল এগ্রো লিঃ, আফিল ফীড মিলস লিঃ ও আফনান জুট মিলস লিমিটেড
ঢাকা অফিসঃ আকিজ চেম্বার, ৭৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
কারখানা/ প্রকল্পঃ ঝিকরগাছা, হাটভিলা সদর, কেশবপুর, যশোর

০৩. মালিকানার ধরন ঃ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।

০৪. ঋণ গ্রহীতাদের পরিচিতি (কোম্পানীর ক্ষেত্রে) ঃ

ক্রঃ নঃ	নাম	পিতা/স্বামী ও মাতার নাম	বয়স	পদমর্যাদা	শেয়ার সংখ্যা	শেয়ারের পরিমাণ	শেয়ারের হার
১.	জনাব শেখ আফিল উদ্দিন	পিতা-শেখ আকিজ উদ্দিন মাতা- সখিনা বেগম	৫৫ বছর	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৬,০০,০০০টি	৬,০০,০০০টি	(৬০%)
২.	জনাব মিসেস তাহেরা সোবহা	স্বামী-শেখ আফিল উদ্দিন মাতা-- শাহানা জামান	৪৬ বছর	পরিচালক	৪,০০,০০০টি	৪,০০,০০০টি	(৪০%)

০৫. ব্যবসার ধরন ঃ পোল্ট্রি (হ্যাচারী, ব্রয়লার, ব্রিডিং ফার্ম), ফীড মিলস ও জুট মিলস ব্যবসা পরিচালনা করা।

০৬. ঋণের প্রকৃতি ঃ চলতি মূলধন ও প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই)

০৭. অত্র ব্যাংকের সাথে ব্যবসা শুরুর তারিখ ও অর্থের উৎস ঃ ২০০৪ ও ২০০৬ সাল; নিজস্ব ও ব্যাংকের যৌথ অর্থায়ন;

বিষয় ঃ বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা'র আফিল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান (ক) আফিল এগ্রো লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই) ৪৮০৭.০০ লক্ষ টাকা (খ) আফিল ফীড মিলস লিঃ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারনকরন এবং পোল্ট্রি-ব্যবসা সীমিতকরনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০৮. প্রকল্প/চলতি মূলধন ঋণের মঞ্জুর, বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা ঃ (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	ঋণ হিসাবের নাম	মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ	মঞ্জুরীর তারিখ ও পরিমাণ	বিতরণ	৩০/০৯/২০২০তারিখ ভিত্তিক			ঋণের স্ট্যাটাস	৫২ স্থগিত স্থিতি	মন্তব্য
					আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ	স্থিতি			
(ক)	আফিল ফিড মিলস লিঃ (সিসি)	বিকেবি পরিচালনা পর্ষদ	৩১/১২/২০১৩ ২০০০.০০	২০০০.০০	২২৯০.৪৮	০০	২০০২.৭১	ইউসি	২৪৫.৭৭	২য় বার পুনঃতফসিলকৃত
(খ)	আফিল এগ্রো লিমিটেড (সিসি)	ঐ	৩১/১২/২০১৩ ১২৫০.০০	১২৫০.০০	১৪১৫.৬৪	০০	১২৫৬.১৪	ইউসি	১৫৪.৪৯	২য় বার পুনঃতফসিলকৃত
(গ)	আফিল এগ্রো লিমিটেড (প্রকল্প)	ঐ	২০১১ সাল ৪৮০৭.০০	৪৮০৭.০০	৩৭৭৭.৯৪	৮১৭.৪৪	৭০০৭.২১	ইউসি	১০১৩.০১	৩য় বার পুনঃতফসিলকৃত
			মোট	৮০৫৭.০০	৭৪৮৪.০৬	৮১৭.৪৪	১০২৬৬.০৬		১৪১৩.২৭	

০৯. পরিশোধসূচী ঃ (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	ঋণ খাতকের বিবরন	মূল পরিশোধসূচী ও আদায়ের অবস্থা	১ম পুনঃতফসিলের পর পরিশোধ সূচী ও আদায়ের অবস্থা	২য় পুনঃতফসিলের পর পরিশোধ সূচী ও আদায়ের অবস্থা	৩য় পুনঃতফসিলের পর পরিশোধ সূচী ও আদায়ের অবস্থা	প্রস্তাবিত পরিশোধসূচী
(ক)	আফিল ফিড মিলস লিঃ (সিসি)	মূল পরিশোধসূচী ৩১/১২/২০১৪ আদায়ঃ ১৩৬.০০	পরিশোধ সূচীঃ ০১/০৬/২০১৬ হতে ০১/১২/২০২০ আদায়ঃ ১৮৯৯.৯২	পরিশোধ সূচীঃ ১৯/০৭/২০২০ হতে ১৯/০১/২০২৫ আদায়ঃ নাই	প্রযোজ্য নয়	পত্র জারীর তারিখ হতে ১০ বছর
(খ)	আফিল এগ্রো লিমিটেড (সিসি)	মূল পরিশোধসূচী ৩১/১২/২০১৪ আদায়ঃ ৮৫.০০	পরিশোধ সূচীঃ ০১/০৬/২০১৬ হতে ০১/১২/২০২০ আদায়ঃ ১১৭১.৫২	পরিশোধ সূচীঃ ১৯/০৭/২০২০ হতে ১৯/০১/২০২৫ আদায়ঃ নাই	প্রযোজ্য নয়	ঐ
(গ)	আফিল এগ্রো লিমিটেড (প্রকল্প)	মূল পরিশোধসূচী ৩১/১২/২০১৩ আদায়ঃ ০০	পরিশোধ সূচীঃ ০১/১২/১৪ হতে ০১/০৬/২০২০ আদায়ঃ ৫৩৩.০০	পরিশোধ সূচীঃ ২৬/০১/১৬ হতে ২৬/১২/২০২০ আদায়ঃ ২৪০৬.০০	পরিশোধ সূচীঃ ০৫/০৮/১৮ হতে ০৫/০২/২০২৬ আদায়ঃ ১০৯৮.৮৯	ঐ

১০. সর্বশেষ পরিশোধ সূচী অনুযায়ী পরিশোধ ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের অবস্থা (৩০/০৯/২০২০ তারিখ ভিত্তিক) ঃ (লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	ঋণ খাতকের বিবরন	ডিউ ডেট	কিস্তির পরিমাণ	আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির পরিমাণ	অনাদায়ী	মন্তব্য
(১)	আফিল ফিড মিলস লিঃ (সিসি)	১৯/০৭/২০২০ হতে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য	২৩৬.৫৯	০০	০০	২০০২.৭১	
(২)	আফিল এগ্রো লিমিটেড সিসি)	১৯/০৭/২০২০ হতে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য	১৪৮.২৮	০০	০০	১২৫৬.১৪	
(৩)	আফিল এগ্রো লিমিটেড (প্রকল্প)	৫/২/২০১৯, ৫/৮/২০১৯ ৫/২/২০২০ ও ৫/৮/২০২০	৬৩৮.৮০	১০৯৮.৮৯	৮১৭.৪৪	৭০০৭.২১	
		মোট		১০৯৮.৮৯	৮১৭.৪৪	১০২৬৬.০৬	

আফিল ফিড মিলস লিঃ (সিসি) এবং আফিল এগ্রো লিঃ (সিসি) এর ১৯/০৭/২০২০ তারিখের কিস্তি বাবদ যথাক্রমে ২৩৬.৫৯ লক্ষ টাকা ও ১৪৮.২৮ লক্ষ টাকা এবং আফিল এগ্রো লিঃ (বিএমআরই প্রকল্প) এর ০৫/০২/২০১৯ তারিখের আংশিক কিস্তি বাবদ ১৭৮.৬৪ লক্ষ টাকা এবং ৫/৮/২০১৯, ৫/২/২০২০ ও ৫/৮/২০২০ তারিখে ৩টি কিস্তি বাবদ ১৯১৬.৪০ লক্ষসহ সর্বমোট ২৪৭৯.৯১ লক্ষ টাকার কিস্তি সমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৭ তারিখ ২৮/০৯/২০২০ মোতাবেক ০১/০১/২০২০ তারিখ হতে ৩১/১২/২০২০ সময়কালীন প্রদেয় কিস্তিসমূহ স্থগিত হিসাবে বিবেচনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জানুয়ারী ২০২১ হতে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের কিস্তির পরিমাণ ও সংখ্যা পুনঃ নির্ধারিত হবে। পুনর্নির্ধারনকালে জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত যতসংখ্যক কিস্তি প্রদেয় ছিল তার সমসংখ্যক পুনঃনির্ধারিত হবে। ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ের কোন কিস্তি পরিশোধিত না হলেও উক্ত কিস্তিসমূহের জন্য মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কিস্তি খেলাপী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। সে মোতাবেক আফিল এগ্রো লিঃ (বিএমআরই প্রকল্প) এর ০৫/০২/২০১৯ তারিখের আংশিক কিস্তি বাবদ ১৭৮.৬৪ লক্ষ টাকা এবং ৫/৮/২০১৯ তারিখে ১টি কিস্তি বাবদ ৬৩৮.৮০ লক্ষ মোট ৮১৭.৪৪ লক্ষ টাকা মেয়াদোত্তীর্ণ আছে ভিন্ন ঋণের কোন কিস্তি বকেয়া নাই।

বিষয় ঃ বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা'র আফিল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান (ক) আফিল এগ্রো লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই) ৪৮০৭.০০ লক্ষ টাকা (খ) আফিল ফীড মিলস লিঃ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারনকরন এবং পোল্ট্রি ব্যবসা সীমিতকরনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১১. আলোচ্য উদ্যোক্তা কর্তৃক অন্যান্য ব্যাংক হতে ভোগকৃত ঋণ সংক্রান্ত তথ্য (৩০/০৭/২০২০ ভিত্তিক) ঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ব্যাংকের নাম	ঋণের প্রকৃতি	মঞ্জুরি/লিমিট	স্থিতি	ঋণের স্ট্যাটাস
(১)	আফিল পেপার মিলস লিঃ	মধুমতি ব্যাংক লিঃ	স্বল্প মেয়াদী	২০০.০০	১৪০.০০	ইউসি
(২)	ঐ	ঐ	এলটিআর	১৮০০.০০	১১৮৯.০০	ইউসি
(৩)	ঐ	ঐ	মেয়াদী	৭২০০.০০	৬১৩৩.০০	ইউসি
(৪)	আফিল লেয়ার ফার্মস লিঃ	আল আরাফা ইঃ ব্যাংক লিঃ	ওডি	৬০৪৯.০০	৬০৪৯.০০	ইউসি
(৫)	আফিল ব্রিকস লিঃ	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ	মেয়াদী	৪৫৯০.০০	৩৭২৩.০০	ইউসি
(৬)	ঐ	ঐ	ওডি	১৫০০.০০	১৪৯৯.০০	ইউসি
(৭)	আফিল ব্রিডার ফার্মস লিঃ	এবি ব্যাংক	মেয়াদী	৯৪৫.০০	৮৮৯.০০	ইউসি
(৮)	ঐ	ঐ	ওডি	৯০০.০০	৯০০.০০	ইউসি
(৯)	নাভারন প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, নেবুলা ইংক লিঃ, আফিল গ্যাস স্টেশন লিঃ	আল আরাফা ইঃ ব্যাংক লিঃ	বিএআইএম	৬৫০০.০০	৬৩৬২.০০	ইউসি
(১০)	ঐ	ঐ	এলটিআর	১১০০.০০	১০৬৬.০০	ইউসি
(১১)	আফিল একুয়া ফিস লিঃ	এবি ব্যাংক লিঃ	মেয়াদী	৩৩০৭.০০	৩১৭৯.০০	ইউসি
(১২)	ঐ	ঐ	ওডি	১২০০.০০	১২০০.০০	ইউসি
(১৩)	আফিল ফিস ফিড লিঃ	ঐ	মেয়াদী	৪২৯২.০০	৪২১৯.০০	ইউসি
(১৪)	ঐ	ঐ	ওডি	১০০০.০০	১০০০.০০	ইউসি
(১৫)	আফিল জুট উইভিং মিলস লিঃ	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	মেয়াদী	৫৩৭১.০০	৪০৬৭.০০	ইউসি
(১৬)	ঐ	ঐ	ঐ	২০০০.০০	১৫০৮.০০	ইউসি
(১৭)	ঐ	ঐ	ওডি	৮০০০.০০	৭৯৭০.০০	ইউসি
	মোট			৬৬৬০৪.০০	৬২৫১১.০০	-

১২. (ক) শ্রেণীকৃত হওয়ার তারিখ ও ঐ তারিখে ঋণের স্থিতি ঃ বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৭ তারিখ ২৮/০৯/২০০ অনুযায়ী আফিল গ্রুপের পুনঃতফসিলকৃত ৩টি ঋণ অশ্রেণীকৃত।

(খ) শ্রেণী বিন্যাসের স্তর ঃ ঐ

(গ) সিআইবি সক্রান্ত তথ্য ঃ ২৩/০৯/২০২০ তারিখে সিআইবি প্রতিবেদনে আলোচ্য গ্রুপ/উদ্যোক্তার নামে কোন শ্রেণীকৃত ঋণ নেই।

১৩. জামানতের বিবরণ ঃ

(ক)। আফিল ফিড মিল লিমিটের জামানতি সম্পত্তির মূল্যায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	জামানতের বিবরন	গৃহীত মূল্য	অবচয় ২০২০পর্যন্ত	নীট মূল্য	নীট মূল্য ফ্যাক্টর মূল্য	এমসিএল হার	এমসিএল
১।	ছোট মেঘলা মৌজা, যশোর সদরের জমি ২.২১একর (প্রতি শতাংশ ৩১৭৫৭/- হারে)	৭০.১৮		৭০.১৮	৮৪.২২	৮০%	৬৭.৩৭
২।	জয়কৃষ্ণপুর মৌজা, ঝিকরগাছা থানার জমি ৩.২৩ একর (প্রতি শতাংশ ১৫৩৮২/- হারে)	৪৯.৬৮		৪৯.৬৮	৫৯.৬২	৮০%	৪৭.৬৯
৩।	ইটাখোলা মৌজা, নীল ফামারী সদরের ৮.৪৪ একর (প্রতি শতাংশ ৪৪৮৮১/- হারে)	৩৭৮.৭৯		৩৭৮.৭৯	৪৫৪.৫৫	৮০%	৩৬৩.৬৪
৪।	প্রকল্প ইমারত/নির্মানাদি, জয়কৃষ্ণপুরে অবস্থিত (২০০৯ সালের পূর্বে) সংযুক্তি ০১	২৬২.৪৪	৭২.১৭	১৯০.২৭	১৯০.২৭		১৯০.২৭
৫।	যন্ত্রপাতি, জয়কৃষ্ণপুরে অবস্থিত	২৫০.৫	২৫০.৫	০	০		০
৬।	প্রকল্প ইমারত/নির্মানাদি, জয়কৃষ্ণপুরে অবস্থিত (২০০৯ সালের পরে নির্মিত)	১২৪.৯৫	২৪.৯৯	৯৯.৯৬	৯৯.৯৬		৯৯.৯৬
৮।	স্থানীয় যন্ত্রপাতি, (২০০৯সাল)	১৯৪.৫৯	১৯৪.৫৯	০	০		০
	মোট (আফিল ফিড মিল লি)ঃ	১৩৩১.১৩	৫৪২.২৫	৭৮৮.৮৮	৮৮৮.৬২		৭৬৮.৯৩
আফনান জুট মিলস লিমিটেড এর অধিভুক্ত জামানতি সম্পত্তি ঃ							
০৯।	বাহাদুরপুর মৌজা, যশোর সদরের জমি ৫.০১ একর (প্রতি শতাংশ ১৫২২৫৮/- হারে)	৭৬২.৮১		৭৬২.৮১	৯১৫.৩৭	৮০%	৭৩২.৩
১০।	প্রকল্প ইমারত/নির্মানাদি, বাহদুরপুরে অবস্থিত তালিকা ৩)	৬০২.৯৮	১৪৪.২১	৪৫৮.৭৭	৪৫৮.৭৭		৩৬৭.০২
	মোট (আফনান জুট মিলস)ঃ	১৩৬৫.৭৯	১৪৪.২১	১২২১.৫৮	১৩৭৪.১৪		৮১৮.৩৫
	সর্বমোট (আফিল ফিড মিল ও আফনান জুট মিলস)ঃ	২৬৯৬.৯২	৬৮৬.৪৬	২০১০.৪৬	২২৬২.৭৬		১৫৮৭.২৮

৫০৭

বিষয় ঃ বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা'র আফিল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান (ক) আফিল এগ্রো লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই) ৪৮০৭.০০ লক্ষ টাকা (খ) আফিল ফীড মিলস লিঃ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারনকরন এবং পোল্ট্রি ব্যবসা সীমিতকরনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০৯ (খ)। আফিল এগ্রো লিমিটের জামানতি সম্পত্তির মূল্যায়ন ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	জামানতের বিবরন	জমির পরিমান একর	প্রতি শতাংশের মূল্য	গৃহীত মূল্য	অবচয়	নীট মূল্য	নীট মূল্য ফ্যাক্টর মূল্যসহ	এমসিএল হার	এমসিএল
১।	ঝিকরগাছা মৌজা, ঝিকরগাছা উপজেলার জমি ৯.৫৪ একর (প্রতি শতাংশ ৩১৭৫৭/- হারে)	৯.৫৪	১.৮০	১৭১৬.৯৯	০	১৭১৬.৯৯	২২৩২.০৯	৮০%	১৭৮৫.৬৭
২।	সাগরপুর মৌজা, ঝিকরগাছা থানার জমি ৮.৪৩ একর (প্রতি শতাংশ ১৫৩৮২/- হারে)	৮.৪৩	০.০৭	৫৯.০১	০	৫৯.০১	৭০.৮১	৮০%	৫৬.৬৫
৩।	শ্রীরামপুর মৌজা, ঝিকরগাছা থানার জমি ৭.৬৪ একর (প্রতি শতাংশ ১৫৩৮২/- হারে)	৭.৬৪	০.১৫	১১১.৩৮	০	১১১.৩৮	১৩৩.৬৫	৮০%	১০৬.৯২
৪।	মুনসেফপুর মৌজা, যশোর সদরের জমি ১.৭০৫একর (প্রতি শতাংশ ১৫৩৮২/- হারে)	১.৭০৫	০.৩৫	৬০.৩৮	০	৬০.৩৮	৯০.৫৭	৮০%	৭২.৪৫
৫।	মজিদপুর মৌজা, কেশবপুর থানার জমি ৮.৩৩৫ একর (প্রতি শতাংশ ১৫৩৮২/- হারে)	৮.৩৩৫	০.৩৪	২৮৩.৩৯	০	২৮৩.৩৯	৩৪০.০৭	৮০%	২৭২.০৫
৬।	চরবিলা মৌজা, নড়াউল সদরের জমি ৭.০৩ একর (প্রতি শতাংশ ১৫৩৮২/- হারে)	৭.০৩	০.১১	৭৬.৭০	০	৭৬.৭০	১১৫.০৫	৮০%	৯২.০৪
	মোট জমি	৪২.৬৮		২৩০৭.৮৪		২৩০৭.৮৪	২৯৮২.২৩	৮০%	২৩৮৫.৭৯
৭	যন্ত্রপাতি আমদানীকৃত			১৭০০.৯৯	১৭০০.৯৯	০			০
৮	যন্ত্রপাতি, স্থানীয়			৩৬৫.০০	৩৬৫.০০	০			০
	মোট যন্ত্রপাতি			২০৬৫.৯৯	২০৬৫.৯৯	০			০
৯	ইমারত/ নির্মানাদি, ঝিকরগাছা (ইউনিট-১) অবস্থিত (২০০৯ সালের পূর্বে নির্মিত) সংযুক্তি			৪২৫.৬২	১০৬.৪১	৩১৯.২২	৩১৯.২২		৩১৯.২২
১০	ইমারত/ নির্মানাদি, (ইউনিট-২) অবস্থিত (২০০৯ সালের পূর্বে নির্মিত) সংযুক্তি			৫৩০.৩২	১৩২.৫৮	৩৯৭.৭৪	৩৯৭.৭৪		৩৯৭.৭৪
১১	অন্যান্য ইমারত/ নির্মানাদি, (২০০৯ সালের পূর্বে নির্মিত) সংযুক্তি			৩০.০০	৭.৫০	২২.৫০	২২.৫০		২২.৫০
	মোট ইমারত/ নির্মানাদি			৯৮৫.৯৪	২৪৬.৪৯	৭৩৯.৪৬	৭৩৯.৪৬		৭৩৯.৪৬
	মোট (আফিল এগ্রো লিমিট)			৫৩৫৯.৭৭	২৩১২.৪৮	৩০৪৭.২৯	৩৭২১.৬৯		৩১২৫.২৪
	সর্বমোট (০৯(ক) + ০৯(খ))			৮০৫৬.৬৯	২৯৯৮.৯৪	৫০৫৭.৭৫	৫৯৮৪.৪৫		৪৭১২.৫২

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ক্রেডিট বিভাগ-১ এর পরিকল্পনাও পরিচালন পরিপত্র নং-২৮/২০১৮ তারিখ ১৯/১২/২০১৮ মোতাবেক বন্ধককৃত জামানতি সম্পত্তির মূল্য নির্ধারন করা হয়েছে। প্রকল্পের ২০০৭ ও ২০১১ সালের পিসিআর মোতাবেক ইমারত, যন্ত্রপাতির মূল্যের উপর অবচয় বাদ দিয়ে বর্তমান মূল্য নির্ধারন করা হয়েছে।

১৪. জামানত ঘাটতি/উদ্ধৃত্ত ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	বিবরণ	পরিমাণ	
		নীট মূল্য	এমসিএল
ক)	জামানতের মূল্য ঃ	৬৭২৩.৯১	৪৭১২.৫২
খ)	৩০/০৯/২০২০ তারিখ ভিত্তিক ভোগকৃত প্রকল্প ঋণের স্থিতি+চলতি মূলধন ঋণের লিমিট		১০২৬৬.০৬
গ)	ঘাটতি/উদ্ধৃত্ত		(-) ৫৫৫৩.৫৪

- জামানত ঘাটতি ৫৫৫৩.৫৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে আফিল গ্রুপের কর্পোরেট গ্যারান্টি ও ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নিতে হবে। বন্ধককৃত সহজামানত ও গ্যারান্টির পাশাপাশি অতিরিক্ত নিশ্চায়তা স্বরুপ ঋণাংকের সমপরিমাণ ১০২৬৬.০৬ লক্ষ (একশত দুই কোটি ছেষট্রি লক্ষ ছয় হাজার) টাকার অন্য ব্যাংকের Memorandum of Deposit of Cheques সম্পাদন পূর্বক জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে;

১৫. ডাউন পেমেন্ট জমার পরিমাণ ও তারিখ ঃ প্রযোজ্য নয়

১৬. অনাদায়ী ঋণের মধ্যে আসল ও সুদের পরিমাণ (৩০/০৯/২০২০তারিখ ভিত্তিক) ঃ

আসল	ঃ ৭৬৬৫.৫৯ লক্ষ টাকা
সুদ ঃ (ক) আরোপিত	ঃ ২৬০০.৪৭ লক্ষ টাকা
(খ) অনারোপিত	ঃ ০০
মোট	ঃ ১০২৬৬.০৬ লক্ষ টাকা

বিষয় ঃ বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা'র আফিল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান (ক) আফিল এগ্রো লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই) ৪৮০৭.০০ লক্ষ টাকা (খ) আফিল ফীড মিলস লিঃ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারনকরন এবং পোল্ট্রি ব্যবসা সীমিতকরনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১৭. ঋণ গ্রহীতাদের ব্যবসার/প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ঃ

আফিল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক অত্র ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবরে বিগত ১৯/০৫/২০২০ তারিখে আফিল এগ্রো লিঃ, আফিল ফীড মিল্স লিঃ এর ঋণের সুদ মওকুফ করতঃ মওকুফোত্তর ঋণকে সুদবিহীন ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করতঃ ১০ (দশ) বছরে পরিশোধ এবং ব্যবসা সীমিত পরিসরে পরিচালনা এবং প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের অনুমোদন ও অর্থায়নের জন্য আবেদন করা হয় (কপি সংযুক্ত ০১)। কোম্পানী আবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মুরগীর বাচ্চা বিক্রয় (হ্যাচারী ব্যবসা) এবং এর ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ব্যবসা ফিড মিলের আয় দিয়ে ঋণের কিস্তি/ঋণ পরিশোধ সম্ভব না। বর্তমানে জুট মিলের ব্যবসা লাভজনক। উদ্যোক্তার জুট মিল ব্যবসার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আফিল এগ্রো লিঃ এবং আফিল ফিড মিলস লিঃ এর কিছু জায়গা ব্যবহার করে জুট মিলস স্থাপনের অনুমোদন এবং জুট মিলস ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদী ঋণ এবং চলতি মূলধন ঋণের সংস্থানের জন্য কোম্পানী আবেদনে উল্লেখ করা হয়। জুট মিলের আয় হতে আফিল এগ্রো লিঃ এবং আফিল ফিড মিলস লিমিটেডের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা হবে। তবে প্রস্তাব অনুযায়ী বর্ধিত মেয়াদে কিস্তি পুনঃনির্ধারন কার্যকর হলে ঋণ আদায় সম্ভব হবে।

১৮. ঋণ আদায়ে শাখার গৃহীত কার্যক্রম ঃ

উদ্যোক্তার সাথে শাখা হতে প্রতিনিয়ত পত্র যোগাযোগ ছাড়াও মোবাইল যোগাযোগ অব্যাহত আছে। অত্র কার্যালয় হতে ১৭/০৬/২০১৯, ২১/০৭/২০১৯ এবং ১৯/০১/২০২০তারিখে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র দেয়া হয়েছে এবং জানুয়ারী ২০২০ সালে ২টি ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়।

১৯. সুদ ব্লক হিসাবে স্থানান্তর ও বর্ধিত মেয়াদে কিস্তি পুনঃনির্ধারনের কারন/যৌক্তিকতা ঃ

আফিল এগ্রো লিমিটেডের হ্যাচারী ইউনিটে উৎপাদন ক্ষমতা ১,০০,০০০টি হলেও বর্তমানে ২৫,০০০ টি বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে, সাগরপুরস্থ ব্রয়লার ইউনিটের ৯টি শেডের মধ্যে ৩টি শেড জুট মিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ৬ টি শেডে ব্রয়লার পালিত হচ্ছে। মুরগীর বাচ্চার দাম কমে যাওয়া, ব্রয়লার ও ব্রিডার উৎপাদন সীমিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ফিড মিলও সীমিত পরিসরে চালু আছে যা সরেজমিনে দেখা গিয়েছে। তাছাড়া আফিল ফিড মিলস লিমিটেডের বাহাদুরপুরস্থ ৫.০১ একর সহায়ক জামানত যেখানে পূর্বে ব্রীডার ইউনিট ছিল সেখানে বর্তমানে আফনান জুট মিল লিমিটেড বিদ্যমান। আফিল এগ্রো লিঃ এবং আফিল ফিড মিলস লিমিটেড প্রতিষ্ঠান দু'টি অলাভজনকভাবে পরিচালিত হওয়ায় একাধিক বার পুনঃতফসিল করা হয়েছে। সর্বশেষ Covid-19 প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রতিষ্ঠান দু'টির ক্ষতিগ্রস্থতার বিষয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যার কপি কোম্পানি দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত ০২)। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত বিগত ০৩ (তিন) বছরের আর্থিক বিবরনী মোতাবেক লাভ-ক্ষতির চিত্র নিম্নরূপঃ

(ক) আফিল এগ্রো লিমিটেড এর বিগত ৩ বছরের ক্যাশ ফ্লো, আয়, ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির বিবরনঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	সন	নীট ক্যাশ ফ্লো	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
০১	২০১৭	৫.১৮	৭৭৭০.৬২	৭৫৫৬.০৯	২১৪.৫৩
০২	২০১৮	২৭.৭০	৫৫৪৯.১৬	৫৮৬৩.৬৮	(৩১৪.৫২)
০৩	২০১৯	(৪৮.৪৯)	৬৫৭৬.৯৮	৬৫২৯.৮৭	৪৭.১১

(খ) আফিল ফিড মিলস লিমিটেড এর বিগত ৩ বছরের ক্যাশ ফ্লো, আয়, ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির বিবরনঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	সন	নীট ক্যাশ ফ্লো	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
০১	২০১৭	১.৩০	৯০৬৪.৭৪	৯০৯০.৮৭	(২৬.১৩)
০২	২০১৮	(৩.০৯)	৮১২৫.৭৫	৮১৪৯.৮১	(২৪.০৬)
০৩	২০১৯	২.০০	১০৭৯১.৫০	১০৬৪৫.৬৮	১৪৫.৮২

উপরোক্ত লাভ ক্ষতি পরিসংখ্যান মোতাবেক আফিল এগ্রো লিমিটেড ২০১৭ও ২০১৯ সালে লাভ করেছে যথাক্রমে ২১৪.৫৩ লক্ষ টাকা ও ৪৭.১১ লক্ষ টাকা এবং ২০১৮ সালে ক্ষতি হয়েছে ৩১৪.৫২ লক্ষ টাকা। আফিল ফিড মিলস লিমিটেডের ২০১৭ও ২০১৮ সালে ক্ষতি হয়েছে যথাক্রমে ২৬.১৩ লক্ষ টাকা ও ২৪.০৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯ সালে লাভ করেছে ১৪৫.৮২ লক্ষ টাকা। আফিল এগ্রো লিমিটেড এর ঋণ স্থিতি ৮২৬৩.৩৫ লক্ষ টাকা এবং উক্ত কোম্পানীর গত ৩ বছরের ক্রমপুঞ্জিভূত ক্ষতি ৫২.৮৮ লক্ষ টাকা। আফিল ফিড মিলস লিমিটেড এর ঋণ স্থিতি ২০০২.৭৪ লক্ষ টাকা এবং এটির গত ৩ বছরের ক্রমপুঞ্জিভূত ক্ষতি ৯৫.৬৩ লক্ষ টাকা।

৫৩৭

বিষয় ঃ বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা'র আফিল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান (ক) আফিল এগ্রো লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই) ৪৮০৭.০০ লক্ষ টাকা (খ) আফিল ফীড মিলস লিঃ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারনকরন এবং পোল্ট্রি ব্যবসা সীমিতকরনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

২০. বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫ তারিখ ২৩/০৯/২০১২ এর নির্দেশনা ঃ

বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫ তারিখ ২৩/০৯/২০১২ এর ৮ অনুচ্ছেদে অশ্রেণীকৃত ঋণ নিম্নোক্ত ভাবে ঋণের কিস্তি পুনঃনির্ধারনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছেঃ

a) The loan must be performing (Unclassified: Standard or SMA)
b) The decision should be made at the level where the loan was riginally santioned.
c) The maturity date may be executed by a period of time not exceeding 25% of the current remaining time to maturity.

২১. প্রস্তাব কার্যকর হলে ব্যাংকের আয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব (implications) পড়বেঃ

আফিল গ্রুপভুক্ত ১৮টি প্রকল্প যেমনঃ পেপার মিলস, জুট মিলস, প্রিন্টিং, গ্যাস স্টেশন, ফিড মিল, ফিস ফিড, একুয়া ফিশ, কালার ল্যাব, পেট্রোল পাম্প, পোল্ট্রি লেয়ার, ব্রিডার ফার্ম, হ্যাচারী, পোল্ট্রি ব্রয়লার, অটোমেটিক ইটভাটা, ফিশারী ফার্ম ও জুট উইভিং ইন্ডাঃ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অতিরিক্ত মেয়াদে কিস্তি নির্ধারন করা হলে ঋণটি নিয়মিত থাকবে এবং কৃষি ভিত্তিক এ প্রকল্প পরিচালনা করা সহজ হবে। এক্ষেত্রে ঋণটি অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদে কিস্তি করা হলে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের গ্রুপভুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আয় দিয়ে কিস্তি পরিশোধ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও বাহাদুরপুর মৌজাস্থ ফিড মিলের সহায়ক জামানত ৫.০১ একর জায়গায় এবং আফিল এগ্রো লিঃ এর সাগরপুর মৌজাস্থ ৯টি শেডের মধ্যে ৩টি শেড (৮.৪৩ একর জমির মধ্যে ৯টি শেড) এ উদ্যোক্তার নিজস্ব ব্যয়ে জুট মিল স্থাপন করায় জুট মিলের আয় দিয়েও ঋণের কিস্তি পরিশোধ সহজ হবে।

২২. বাংলাদেশ ব্যাংক, ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন,রিভিউ সেকশন এর নির্দেশনা মোতাবেক ঋণ হিসাব পুনঃনির্ধারন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ঃ

০১.	সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের ধরণ	ঃ	আফিল ফিড মিলস লিঃ (সিসি)	আফিল এগ্রো লিমিটেড (সিসি)	আফিল এগ্রো লিমিটেড (প্রকল্প)
০২.	ঋণ হিসাবের স্থিতি (৩০/০৯/২০২০ তারিখ ভিত্তিক)	ঃ	২০০২.৭১	১২৫৬.১৪	৭০০৭.২১
০৩.	ঋণ হিসাবের বকেয়া কিস্তির পরিমাণ	ঃ	০০	০০	৮১৭.৬০
০৪.	প্রস্তাবিত ঋণ হিসাবটি কত দফা পুনঃতফসিল করা হয়েছে	ঃ	২ বার	২ বার	৩ বার
০৫.	কত সময়ের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে	ঃ	পত্র জারীর তারিখ হতে ১০(দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারন	পত্র জারীর তারিখ হতে ১০(দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারন	পত্র জারীর তারিখ হতে ১০(দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারন
০৬.	সর্বশেষ বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫ তারিখঃ ২৩/০৯/২০১২ অনুযায়ী প্রদেয় ডাউন পেমেন্ট এর পরিমাণ	ঃ	বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫ তারিখ ২৩/০৯/২০১২ মোতাবেক অশ্রেণীকৃত ঋণের পুনঃনির্ধারনের ক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট প্রদানের কোন নির্দেশনা নেই;		
০৭.	আদায়কৃত ডাউন পেমেন্ট এর পরিমাণ	ঃ	প্রযোজ্য নয়		
০৮.	৩০/০৯/২০২০তারিখ ভিত্তিক সিআইবি রির্পোট অনুযায়ী ষ্ট্যাটাস	ঃ	ইউসি	ইউসি	ইউসি
০৯.	প্রস্তাবিত পুনঃতফসিল প্রক্রিয়ায় এতদসংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালিত হয়েছে কিনা ?	ঃ	বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫/২০১২ এর অনুচ্ছেদ নং ৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী অশ্রেণীকৃত পুনঃতফসিলকৃত মেয়াদী ঋণ বর্তমান সময়সীমা'র ২৫% অতিরিক্ত সময় প্রদানপূর্বক পুনরায় পুনঃনির্ধারন করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য আফিল এগ্রো লিমিটেড এবং আফিল ফিড মিল লিমিটেডের চলতি মূলধন (টার্ম ঋণে রূপান্তরিত) ঋণ ২টি শেষ কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ১৯/০১/২০২৬ পর্যন্ত এবং আফিল এগ্রো লিমিটেড এর প্রকল্প ঋণের শেষ কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ০৫/০২/২০২৬ পর্যন্ত রয়েছে। উদ্যোক্তার আবেদন মোতাবেক আলোচ্য ঋণ সমূহ ১০ বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারন করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রয়োজন।		

৫২০

বিষয়ঃ বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা'র আফিল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান (ক) আফিল এগ্রো লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই) ৪৮০৭.০০ লক্ষ টাকা (খ) আফিল ফীড মিলস লিঃ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারনকরন এবং পোল্ট্রি ব্যবসা সীমিতকরনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

২৩। স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের সুপারিশ/মন্তব্য ঃ

উদ্যোক্তার আবেদন এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে বিশেষ বিবেচনায় আফিল এগ্রো লিমিটেড এর প্রকল্প ও চলতি মূলধন ঋণ (টার্ম ঋণে রূপান্তরিত) এবং আফিল ফিড মিলস লিমিটেডের চলতি মূলধন (টার্ম ঋণে রূপান্তরিত) ঋণ ব্লক হিসাবে স্থানান্তর পূর্বক নিম্ন বর্ণিত শর্তে ১০ বছরে ২০টি ষান্মাসিক কিস্তিতে পুনঃনির্ধারন করা যেতে পারে ঃ

(ক) প্রস্তাবটি অত্র ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে কার্যকর করা যেতে পারে;

(খ) প্রকল্পটি স্বল্প পরিসরে পরিচালিত হওয়ায় ঋণ হিসাবসমূহ হ্রাসকৃত সুদ হারে (ব্যাংক রেট কিংবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত রেট) পুনঃনির্ধারন করা যেতে পারে;

(গ) ঋণের কিস্তি পত্র জারির তারিখ হতে ষান্মাসিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য হবে। ঋণ স্থিতির উপর এমোর্টাইজেশন পদ্ধতিতে কিস্তি নির্ধারন করতে হবে; পুনঃনির্ধারনকৃত ঋণের ২টি কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এই সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে;

(ঘ) আফিল ফিড মিল লিমিটেডের বাহাদুরপুস্থ ৫.০১ একর জমি এবং আফিল এগ্রো লিমিটেড এর সাগরপুরস্থ ৮.৪৩ একর ইউনিটের একাংশে কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে আফনান জুট মিল লিমিটেড স্থাপনে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে এবং উক্ত জুট মিলের আয় দিয়ে অত্র ব্যাংকের পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা হবে মর্মে কোম্পানীর নিকট হতে অঙ্গীকারনামা নিতে হবে; এবং

(ঙ) এছাড়া, ঋণ সংক্রান্ত ব্যাংকের বিদ্যমান প্রচলিত ও ভবিষ্যতে জারীতব্য সকল নিয়মাচার এ ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৪। প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির সুপারিশ ঃ

বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা'র আফিল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান (ক) আফিল এগ্রো লিঃ (খ) আফিল ফীড মিলস লিঃ এর ঋণ ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করতঃ ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারনকরন এবং পোল্ট্রি ব্যবসা সীমিতকরনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের প্রস্তাবটি বিগত ০৬/১০/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির ৪০৪ তম সভায় উপস্থাপন করা হলে ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়ঃ

" ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা শেষে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের আবেদন ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে উক্ত কার্যালয়ের আফিল এগ্রো লিমিটেড এর প্রকল্প ও চলতি মূলধন ঋণ (টার্ম ঋণে রূপান্তরিত) এবং আফিল ফিড মিলস লিমিটেডের চলতি মূলধন (টার্ম ঋণে রূপান্তরিত) ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ স্থিতির উপর নির্ধারিত ডাউন পেমেন্ট আদায় পূর্বক সিদ্ধান্ত জারীর তারিখ হতে ১০(দশ) বছরে ২০টি ষান্মাসিক কিস্তিতে পুনঃনির্ধারনের প্রস্তাব বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে প্রচলিত ও বলবৎ শর্তসহ কার্যপত্রের ২৩নং অনুচ্ছেদের (ক) থেকে (ঙ) পর্যন্ত বর্ণিত শর্তাবলিতে অনুমোদনের সুপারিশ করা হলো। সুপারিশ মোতাবেক বিষয় ও শর্তাবলি পরিবর্তিত হবে। পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের মধ্যে ঋণের আসল প্রচলিত সুদ হারে এবং সুদের অংশ সুদযুক্ত ব্লক হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক ব্যাংক রেট হারে সুদারোপ করে আদায় করতে হবে।"

২৫। ক্রেডিট কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ঋণ হিসাব সমূহের বর্তমানে অনাদায়ী আসল ও সুদের বিবরনঃ (লক্ষ টাকা)

ক্র.নং	ঋণ হিসাবের নাম	মঞ্জুরির তারিখ ও পরিমাণ	বিতরন	আদায়	অনাদায়ী ঋণের বিবরন		
					আসল	সুদ	অনাদায়ী ঋণ স্থিতি
(ক)	আফিল ফিড মিলস লিঃ (সিসি)	৩১/১২/২০১৩ ২০০০.০০	২০০০.০০	২২৯০.৪৮	১৭৫৬.৯৪	২৪৫.৭৭	২০০২.৭১
(খ)	আফিল এগ্রো লিমিটেড (সিসি)	৩১/১২/২০১৩ ১২৫০.০০	১২৫০.০০	১৪১৫.৬৪	১১০১.৬৫	১৫৪.৪৯	১২৫৬.১৪
(গ)	আফিল এগ্রো লিমিটেড (প্রকল্প)	২০১১ সাল ৪৮০৭.০০	৪৮০৭.০০	৩৭৭৭.৯৪	৪৮০৭.০০	২২০০.২১	৭০০৭.২১
			৮০৫৭.০০	৭৪৮৪.০৬	৭৬৬৫.৫৯	২৬০০.৪৭	১০২৬৬.০৬

৫২৮

বিষয় ঃ বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা'র আফিল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান (ক) আফিল এগ্রো লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই) ৪৮০৭.০০ লক্ষ টাকা (খ) আফিল ফীড মিলস লিঃ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃনির্ধারনকরন এবং পোল্ট্রি ব্যবসা সীমিতকরনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প স্থানে আফনান জুট মিল স্থাপনের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

২৫। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সুপারিশ ঃ

উদ্যোক্তার আবেদন, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের সুপারিশ, ক্রেডিট কমিটির ৪০৪ তম সভার সুপারিশের আলোকে বিশেষ বিবেচনায় আফিল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান (ক) আফিল এগ্রো লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই) ৪৮০৭.০০ লক্ষ টাকা (খ) আফিল ফীড মিলস লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ (মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত) ২০০০.০০ লক্ষ টাকা নিম্ন বর্ণিত শর্তে ১০ বছরে ২০টি ষান্মাসিক কিস্তিতে পুনঃনির্ধারন করা যেতে পারেঃ

(ক) প্রস্তাবটি অত্র ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে কার্যকর করা হবে;

(খ) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের মধ্যে ঋণের আসল প্রচলিত সুদ হারে এবং সুদের অংশ ২৬০০.৪৭ লক্ষ টাকা (নিরীক্ষা সাপেক্ষে চূড়ান্ত) সুদযুক্ত ব্লক হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক ব্যাংক রেট হারে সুদারোপ করে আদায় করতে হবে;

(গ) ঋণের কিস্তি পত্র জারির তারিখ হতে ষান্মাসিক ভিত্তিতে ২০টি কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। ঋণ স্থিতির উপর এমোর্টাইজেশন পদ্ধতিতে কিস্তি নির্ধারন করতে হবে; পুনঃনির্ধারনকৃত ঋণের ২টি কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এই সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে;

(ঘ) ঋণটি খেলাপ হলে খেলাপকালীন সময়ে ঋণ স্থিতির উপর অতিরিক্ত ২% হারে সুদ আরোপযোগ্য হবে এবং সুদের হার সময়ে সময়ে অত্র ব্যাংকের/বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে পরিবর্তীত হবে;

(ঙ) আফিল ফিড মিল লিমিটেডের বাহাদুরপুস্থ ৫.০১ একর জমি এবং আফিল এগ্রো লিমিটেড এর সাগরপুরস্থ ৮.৪৩ একর ইউনিটের একাংশে কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে আফনান জুট মিল লিমিটেড স্থাপনে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে এবং উক্ত জুট মিলের আয় দিয়ে অত্র ব্যাংকের পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা হবে মর্মে কোম্পানীর নিকট হতে অঙ্গীকারনামা নিতে হবে;

(চ) ঋণাংকের সমপরিমাণ টাকার অন্য ব্যাংকের Memorandum of Deposit of Cheques সম্পাদন পূর্বক জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে; এবং

(ছ) এছাড়া, ঋণ সংক্রান্ত ব্যাংকের বিদ্যমান প্রচলিত ও ভবিষ্যতে জারীতব্য সকল নিয়মাচার এ ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সার-সংক্ষেপটি দেখেছেন এবং পর্ষদ সভায় উপস্থাপনের সদয় সম্মতি প্রদান করেছেন।

২৭। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখ ২৩/০৯/২০১২ অনুযায়ী ঋণের কিস্তি পুনঃনির্ধারন সংক্রান্ত বিধানের ব্যত্যয় ঘটেছে বিধায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি প্রয়োজন। এছাড়া সুদের হার ব্যতিত আলোচ্য কার্যপত্র ব্যাংকের অন্যান্য বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিদ্যমান সার্কুলার বা নীতিমালার অন্য কোন বিধানের লঙ্ঘন হয়নি।

(রৌউফুর রাহিম)
উপ- মহাব্যবস্থাপক ঋন (দায়িত্বে)

(জহিরুল ইসলাম ভূঞা)
মহাব্যবস্থাপক (দায়িত্বে)

(শিরীন আখতার)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২

প্রস্তুতকারী ঃ মোঃ এমরানুল ইসলাম মজুমদার, উর্ধতন মুখ্য কর্মকর্তা

পরীক্ষাকারী ঃ রৌউফুর রাহিম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক

পরিচালনা পর্ষদের ..... তম সভায় উপস্থাপন করা হলো।

(কাজী মোহাম্মদ নজরে মঈন)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

Afil Agro Ltd.
Corporate Office: Akij Chamber, (6th Floor), 73, Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 88-02-7168348, 7168354, 9552287, Fax: 88-02-9552560, E-mail : afil.jess@gmail.com

C22

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
নং ৪৭৮৩ তারিখ ঃ ১৯.০৫.২০২০
ডিএমডি ...২/GM (LPO)
জিএম.....
ডিজিএম.....
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সুত্র নং আ এ্যা লিঃ/এম/২০২০/১৭৪৯
তারিখ ঃ ১৯-০৫-২০২০ ইং
বরাবর,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মতিঝিল বা/এ
ঢাকা- ১০০০।

DGM (Loan)
20/05/2020

বিষয়ঃ (০১) আফিল এ্যাগ্রো লিঃ ও আফিল ফিড মিলস লিঃ এর ঋন হিসাবে সুদ মওকুফ করতঃ মওকুফউত্তর ঋণ কে সুদ বিহীন ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করতঃ ১০ (দশ) বছরে পরিশোধ (০২) আফিল এ্যাগো লিঃ এবং আফিল ফিড মিলস লিঃ এর ব্যবসা সীমিত পরিসরে পরিচালনা এবং উক্ত স্থানে আফনান জুট মিলস লিঃ স্থাপনের অনুমোদন ও অর্থায়ন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপরে বর্ণিত বিষয়ে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আফিল এগ্রো লিঃ নামীয় প্রকল্পটি পোল্ট্রি হ্যাচারী (মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন), ব্রিডার ফার্ম (প্যারেন্ট স্টক পরিপালন) ও কমার্শিয়াল ব্রয়লার (মাংস উৎপাদন) পরিপালনের জন্য বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পটি ব্যাংকের ৪২.৪২ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ ও নিজস্ব ৪০.০০ কোটি টাকা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন উত্তর ১২.৫০ কোটি টাকা চলতি মূলধন ঋণ গ্রহণ করে ডিসেম্বর, ২০১২ মাসে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করি। আফিল ফিড মিলস লিঃ নামীয় প্রকল্পটি পোল্ট্রি ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যাহা শুধু নিজেদের ফিড সরবরাহ করে থাকে বাজারজাত করণ করা হয় না। প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য ২০.০০(বিশ) কোটি টাকা চলতি মূলধন ঋণ সুবিধা ভোগ করে আসছে। কিন্তু উৎপাদন শুরু পর্যায়েই প্রায় সকল প্যারেন্ট স্টক বার্ড ফ্লু'তে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং প্রকল্পটি ২০.০০ কোটি টাকারও বেশী আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তখন আমাদের অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ যোগান দিয়ে পুনরায় নতুনভাবে ১দিন বয়সের প্যারেন্ট স্টক তুলে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করি। ২০১৩-১৪ সারা অর্থ বছর জুড়ে সার্বিক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় মুরগীর প্রকল্পগুলো। এক্ষেত্রে মুরগীর বাচ্চার মূল্য ৫-৭ টাকায় বিক্রয় করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে মুরগীর বাচ্চা ডাম্পিং করতে বাধ্য হতে হয়। তাই ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটি বিপুল অংকের (প্রায় ৩০.০০ কোটি টাকার) আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যে কৃষি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বিশেষ অবদান রেখে আসছে। গত দের বছর যাবৎ প্রোল্ট্রি ব্যবসায় খুব খারাপ যাচ্ছে যা আপনারা অবগত আছেন। তারপরও বিভিন্ন প্রতিকুলতায় মধ্যেও প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু আকস্মিক মহামারী COVID-19 এর প্রাদুর্ভাবে আমাদের পোল্ট্রি শিল্প একদম ধংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছে । উল্লেখ্য যে, একাধিক বেসরকারী টিভি চ্যানেলে এবং জাতীয় সংবাদপত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠান ব্রিডার ইউনিট-এর পোল্ট্রি শিল্পের ক্ষতিগ্রস্থের বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, কপি সংযুক্ত। এছাড়া আমাদের একদিনের ব্রয়লার বাচ্চা উৎপাদন করতে খরচ হয় প্রতি পিচ ৩২-৩৪ টাকা। বর্তমানে ব্রিডার ইউনিটে-এ মাসিক বাচ্চা

Afil Agro Ltd.
Corporate Office: Akij Chamber, (6th Floor), 73, Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 88-02-7168348, 7168354, 9552287, Fax: 88-02-9552560, E-mail : nebulaink@dhaka.net

উৎপাদন যাহা জানুয়ারী ২০২০ হইতে ১০ মে ২০২০ পর্যন্ত একদিন বয়সের ব্রয়লার বাচ্চার মূল্য অত্যন্ত কম ছিল, ১০/১৫ টাকার মধ্যে তাছাড়া খুবই দুঃখজনক ঘটনা একেবারে বাচ্চা বিক্রি না হওয়ার কারনে নিরুপায় হয়ে পোল্ট্রি ফার্মের একদিনের ব্রয়লার বাচ্চা মাটিতে পুতে ফেলতে হয়েছে, উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটির বিষয়ে ১৩-১৫-২০২০ইং তারিখে মাননীয় চেয়ারম্যান ও মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে অবহিত পূর্বক বিস্তারিত আলোচনায় করা হয়েছে।

উক্ত আলোচনা নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমের উপর গুরুতারোপ করা হয়।

(ক) পূর্ববর্তী পরিস্থিতি এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় মুরগীর বাচ্চা বিক্রয় (হ্যাচারী ব্যবসা) এবং এর ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ব্যবসা ফিড মিল দ্বারা বর্তমানে ঋণের কিস্তি/ঋণ পরিশোধ সম্ভব না। আফিল এ্যাগ্রো লিঃ এবং ফিড মিলস লিঃ এর ঋণের সুদ মওকুফ/সম্পূর্ন ঋণ সুদবিহীন ব্লক হিসাবে স্থানান্তর পূর্বক দীর্ঘমেয়াদে কিস্তি নির্ধারণ। মুরগীর হ্যাচারী এবং ফিড মিলে বিপুল বিনিয়োগ থাকায় উক্ত ব্যবসা দুটির কার্যক্রম সীমিত পরিসরে পরিচালনা করা।

৩) বর্তমানে জুট মিলের ব্যবসা লাভজনক। নিম্নস্বাক্ষরকারী জুট মিল ব্যবসায় অভিজ্ঞতা রয়েছে। আফিল এ্যাগ্রো লিঃ এবং আফিল ফিড মিলস লিঃ এর কিছু জায়গা ব্যবহার করে জুট মিলস স্থাপনের অনুমোদন এবং জুট মিলস ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদী ঋণ এবং চলতি মূলধন ঋণের সংস্থান করা। জুট মিলের আয় হতে আফিল এ্যাগ্রো লিঃ এবং আফিল ফিড মিলস লিঃ এর ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা হবে। আফনান জুট মিলের ইমারত এবং মেশিনারীজ যথানিয়মে ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকবে।

এমতাবস্থায় আফিল এ্যাগ্রো লিঃ ও আফিল ফিড মিলস লিঃ এর ঋণের সুদ মওকুফ/সম্পূর্ণ ঋণ সুদবিহীন ব্লক হিসাবে স্থানান্তর পূর্বক ১০ (দশ) বছর মেয়াদী কিস্তি নির্ধারণ এবং উক্ত ব্যবসা দুটি সীমিত পরিসরে পরিচালনা করা ও আফিল এ্যাগ্রো লিঃ এবং আফিল ফিড মিলস লিঃ এর জায়গায় আফনান জুট মিলস স্থাপনের অনুমোদন প্রদান এবং জুট মিলের জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদী ও চলতি মূলধন ঋন প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

আফিল এ্যাগ্রো লিঃ ও আফিল ফিড মিলস্ লিঃ এর পক্ষে,

(শেখ আফিল উদ্দিন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অনুলিপি:
০১) ৬টি দৈনিক সংবাদ পত্রের কপি সংযুক্ত।
০২) অফিস কপি।

Afil Agro Ltd.

Corporate Office: Akij Chamber, (6th Floor), 73, Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 88-02-7168348, 7168354, 9552287, Fax: 88-02-9552560, E-mail : afil.jess@gmail.com

C28

সুত্র নং আ এ্যা লিঃ/এম/২০২০/১৭৪৮
তারিখ ঃ ১৪-০৫-২০২০ ইং
বরাবর,
মহা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়।
মতিঝিল বা/এ
ঢাকা- ১০০০।

বিষয়ঃ- নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুভাবের কারনে ক্ষতির পরিমাণ অবহিত করা প্রসঙ্গে।

জনাব,

উল্লেখিত বিষয়ে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার শাখার একজন বিনিয়োগ গ্রাহক। আপনাদের শাখা হতে টার্ম লোন ও সিসি লোন সুবিধা নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। কিন্তু এক থেকে দেড় বছর যাবৎ পোল্ট্রি শিল্পের অবস্থা ভালো যাচ্ছে না তারপরও আমরা আপনাদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে আসছি। কিন্তু আকস্মিক মহামারী COVID-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে আমাদের পোল্ট্রি শিল্প একদম ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছে । উল্লেখ্য যে, একাধিক বেসরকারী টিভি চ্যানেলে এবং জাতীয় সংবাদপত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠান ব্রিডার ইউনিট-এর পোল্ট্রি শিল্পের ক্ষতিগ্রস্থের বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়া আমাদের একদিনের ব্রয়লার বাচ্চা উৎপাদন করতে খরচ হয় প্রতি পিচ ৩২-৩৪ টাকা। বর্তমানে ব্রিডার ইউনিটে-এ মাসিক বাচ্চা উৎপাদন যাহা জানুয়ারী ২০২০ হইতে ১০ মে ২০২০ পর্যন্ত একদিন বয়সের ব্রয়লার বাচ্চার মূল্য অত্যন্ত কম ছিল, তাছাড়া খুবই দুঃখজনক ঘটনা একেবারে বাচ্চা বিক্রি না হওয়ার কারনে নিরুপায় হয়ে আমরা সহ বাংলাদেশে অনেক পোল্ট্রি ফার্মের একদিনের ব্রয়লার বাচ্চা মাটিতে পুতে ফেলতে হয়েছে, সেকারনে আমাদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ = ৩২,৮৭,৪৯,৭০০.০০ টাকা। এমতাবস্থায় আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের প্রতিষ্ঠানটি সঠিকভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না। যাহা ইতিমধ্যে আপনাদের চেয়ারম্যান ও ব্যাবস্থাপন পরিচালক কে অবহিত করিয়াছি।

অতএব, আমাদের প্রতিষ্ঠান আফিল এ্যাগ্রো লিঃ রক্ষা ও পুনর্জীবিত করার স্বার্থে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,
আফিল এ্যাগ্রো লিঃ এর পক্ষে,

(শেখ আফিল উদ্দিন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০১) ৬টি দৈনিক সংবাদ পত্রের কপি সংযুক্ত

অর্ধকোটি রুপি দিলেন শচীন ৬

আহমদ রফিকের বিশেষ লেখা– প্রান্তজনের সুরক্ষায় মনোযোগ বাড়ুক ৪

'ধৈর্য ধরুন এই দুঃসময় কেটে যাবে' ১০

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

সঠিক তথ্য জানুন | দূরত্ব বজায় রাখুন | ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন

প্রথম সংস্করণ

১৪ চৈত্র ১৪২৬ ২ শাবান ১৪৪১, রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪, বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৮ | ২০ পৃষ্ঠা ১০ টাকা | f /TheDailySama

কারা পাচ্ছে পিপিই

■ রাজবংশী রায়

রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে তিনশ' ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ (পিপিই) দেওয়া হয়েছে। সেই পিপিই পরছেন হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টাররা। কিন্তু তারা ওয়ার্ডে কাজ করেন না। মূলত অনেক চিকিৎসক, নার্স, রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্বে থাকা টেকনোলজিস্ট, টেকনিশিয়ানসহ অন্যান্য চিকিৎসাকর্মী পিপিই পরেন। হাসপাতালের বাইরে এই চিত্র অন্তত ভয়াবহ। অন্তত একটি জেলায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা পিপিই পরে ছবি তুলে ফেসবুকে শেয়ার করেছেন। সেই ছবি ভাইরাল হয়েছে। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা পিপিই পরে ফটোসেশন করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুমন আচার্য সেই ছবি ফেসবুকে শেয়ার করেছেন। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারাও পিপিই পরে ফটোসেশন করছেন। আবার একটি পিপিইকেট পিপিই, বিতরণ অসামান্য সংখ্যায় নিয়ে অনৈতিক বাণিজ্যে লেগেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

'পাখপাখালি মতামারি আলাদে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চিকিৎসক-নার্সসহ অন্যান্য চিকিৎসা কর্মী যেখানে ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ (পিপিই) সংকটে আছেন, সেখানে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পিপিই পরে এসব ফটোসেশনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর কারণে সংকটাপন্ন করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত নয়, হাসপাতালের এমন চিকিৎসাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিপিই পরে ফটোসেশন করছেন। অথচ পিপিই কাদের জন্য প্রয়োজন, সে সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুস্পষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একটি নির্দেশনা দিয়েছে। এসব ব্যক্তির পিপিই ব্যবহার সেই গাইডলাইনের মধ্যে পড়ে না।

গত ১৫ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) সহযোগিতায় 'করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণের

■ পৃষ্ঠা ৯ : কলাম ৭

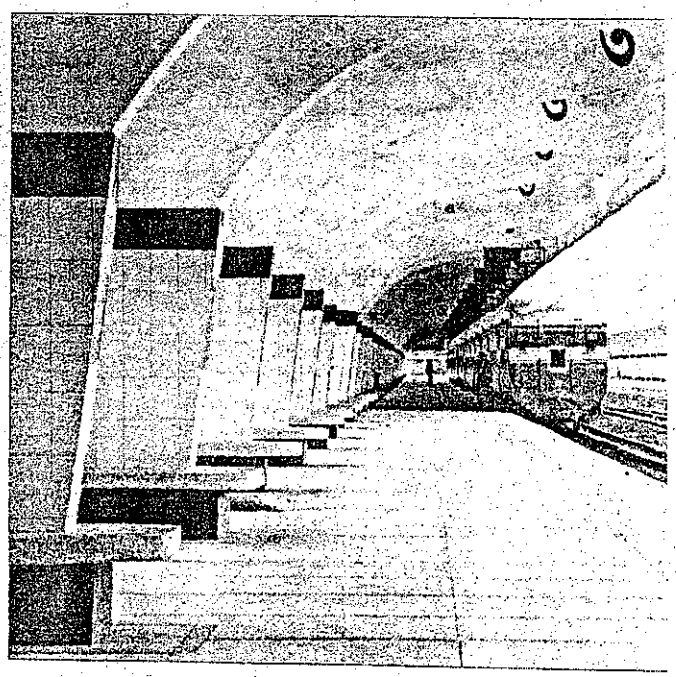

গুজবের পর গুজব

চীনকেও ছাড়াল যুক্তরাষ্ট্র

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আক্রান্ত

চিকিৎসকসহ আক্রান্ত আরও চারজন

গণছুটিতে বেতন পাবেন পোশাক শ্রমিকরা

"দৈনিক এখনকাল"
২৮ মার্চ/২০২০ ইং
শনিবার

৫২৮

মুরগির বাচ্চা বিনামূল্যেও নিচ্ছেন না খামারিরা

বশোর অফিস

যশোরে অবস্থিত দেশের একমাত্র সরকারি হ্যাচারি। এখান থেকে প্রতিদিন চার লাখ বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদনে হ্যাচারি মালিকদের খরচ হয় ৩২ টাকা। করোনার প্রভাবে পোলট্রি মুরগির বিক্রিবিক্রিতে ধস নেমেছে। হ্যাচারি থেকে খামারিরা বাচ্চা কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন।

যশোরের সবচেয়ে বেশি বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আলিফ এগ্রো লিমিটেড প্রতিদিন এক লাখের বেশি বাচ্চা উৎপাদন করে। এ কারখানার টেকনিক্যাল ম্যানেজার তৌফিকুল আলম জানান, প্রতিদিন বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ২১ দিনের ডিম ইনকিউবেটর মেশিনে সাপোর্ট দেয়া হয়। একদিন বয়সী বাচ্চা বিক্রি করা হয়। বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ করতে হলে কমপক্ষে ২১ দিন অপেক্ষা করতে হয়। আবার উৎপাদন প্রক্রিয়া একবার বন্ধ করলে পুনরায় চালু করা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ। সে ক্ষেত্রে হ্যাচারি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। এতে প্রতিষ্ঠানটি পড়বে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়বেন।

যশোরাঞ্চলে আরেকটি হ্যাচারি, কাজী হ্যাচারিসহ ছোট-বড় পাঁচটি হ্যাচারিতে প্রতিদিন চার লাখ বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদনে হ্যাচারি মালিকদের খরচ হয় ৩২ টাকা। করোনার প্রভাবে পোলট্রি মুরগির বিক্রিবিক্রিতে ধস নেমেছে। হ্যাচারি থেকে খামারিরা বাচ্চা কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন। [illegible] লোকসানের [illegible]। সমাধানের এ শিল্প [illegible]।

যশোরের একমাত্র সরকারি

পড়েছেন জেলার এক হাজার খামারের পাঁচ হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবার।

যশোরাঞ্চলে আরেকটি হ্যাচারি, কাজী হ্যাচারিসহ ছোট-বড় পাঁচটি হ্যাচারিতে প্রতিদিন চার লাখ বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদনে হ্যাচারি মালিকদের খরচ হয় ৩২ টাকা। করোনার প্রভাবে পোলট্রি মুরগির বিক্রিবিক্রিতে ধস নেমেছে। হ্যাচারি থেকে খামারিরা বাচ্চা কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন।

যশোরের সবচেয়ে বেশি বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আলিফ এগ্রো লিমিটেড প্রতিদিন এক লাখের বেশি বাচ্চা উৎপাদন করে। এ কারখানার টেকনিক্যাল ম্যানেজার তৌফিকুল আলম জানান, প্রতিদিন বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ২১ দিনের ডিম ইনকিউবেটর মেশিনে সাপোর্ট দেয়া হয়। একদিন বয়সী বাচ্চা বিক্রি করা হয়। বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ করতে হলে কমপক্ষে ২১ দিন অপেক্ষা করতে হয়। আবার উৎপাদন প্রক্রিয়া একবার বন্ধ করলে পুনরায় চালু করা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ। সে ক্ষেত্রে হ্যাচারি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। এতে প্রতিষ্ঠানটি পড়বে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়বেন।

যশোরাঞ্চলে আরেকটি হ্যাচারি, কাজী হ্যাচারিসহ ছোট-বড় পাঁচটি হ্যাচারিতে প্রতিদিন চার লাখ বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদনে হ্যাচারি মালিকদের খরচ হয় ৩২ টাকা। করোনার প্রভাবে পোলট্রি মুরগির বিক্রিবিক্রিতে ধস নেমেছে। হ্যাচারি থেকে খামারিরা বাচ্চা কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন।

যশোরের সবচেয়ে বেশি বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আলিফ এগ্রো লিমিটেড প্রতিদিন এক লাখের বেশি বাচ্চা উৎপাদন করে। এ কারখানার টেকনিক্যাল ম্যানেজার তৌফিকুল আলম জানান, প্রতিদিন বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ২১ দিনের ডিম ইনকিউবেটর মেশিনে সাপোর্ট দেয়া হয়। একদিন বয়সী বাচ্চা বিক্রি করা হয়। বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ করতে হলে কমপক্ষে ২১ দিন অপেক্ষা করতে হয়। আবার উৎপাদন প্রক্রিয়া একবার বন্ধ করলে পুনরায় চালু করা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ। সে ক্ষেত্রে হ্যাচারি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। এতে প্রতিষ্ঠানটি

যশোরের একমাত্র সরকারি

পড়েছেন জেলার এক হাজার খামারের পাঁচ হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবার।

যশোরাঞ্চলে আরেকটি হ্যাচারি, কাজী হ্যাচারিসহ ছোট-বড় পাঁচটি হ্যাচারিতে প্রতিদিন চার লাখ বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদনে হ্যাচারি মালিকদের খরচ হয় ৩২ টাকা। করোনার প্রভাবে পোলট্রি মুরগির বিক্রিবিক্রিতে ধস নেমেছে। হ্যাচারি থেকে খামারিরা বাচ্চা কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন।

যশোরের সবচেয়ে বেশি বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আলিফ এগ্রো লিমিটেড প্রতিদিন এক লাখের বেশি বাচ্চা উৎপাদন করে। এ কারখানার টেকনিক্যাল ম্যানেজার তৌফিকুল আলম জানান, প্রতিদিন বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ২১ দিনের ডিম ইনকিউবেটর মেশিনে সাপোর্ট দেয়া হয়। একদিন বয়সী বাচ্চা বিক্রি করা হয়। বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ করতে হলে কমপক্ষে ২১ দিন অপেক্ষা করতে হয়। আবার উৎপাদন প্রক্রিয়া একবার বন্ধ করলে পুনরায় চালু করা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ। সে ক্ষেত্রে হ্যাচারি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। এতে প্রতিষ্ঠানটি

আমার অনলাইন পত্রিকা

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৩ ■ ঢাকা ■ ১৩ চৈত্র ১৪২৬ ■ ১ শাবান ১৪৪১ ■ ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

গণভবন থেকে ৰ কিছু মনিটরিং রছেন প্রধানমন্ত্রী

স্ব প্রতিবেদক

ারতী করোনা ভাইরাস কাবিলায় সরকারের গৃহ সের কর্মতৎপর ও প্রস্তুতি টিয়ে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ লা গণভবন বসেই তিনি ক বৈঠকসহ রাজনৈতিক, ন্যমন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ কর্তা, ছাড়া অনিবন্ধকদের ৰ্ণকক্ষগুলোয়। বিভাগীয় পদ্যাপগুলোতেও রোজখবর ছেন তিনি। অন্যদিকে রানভাইরাসের কারণে কঠিন পড়া মানুষগুলো যাতে খাবার টি না পড়ে সেজন্য তাদের নিয়েও চলছে একটি সভা দেশ-কর্মীদের নিয়েও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। ৰ্পোরেশনের কমিশনার ও কাউন্সিলরদের নিয়েও ৰ্ণকে বসেছেন তিনি। ৰ পর্যায়ে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভাইরাস নিয়ে সভাগুলো করেছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

হান স্বাধীনতা দিবস পালিত

এ পৃষ্ঠাকলাম

ছাপা সংবাদপত্র করোনাভাইরাস ছড়ায় না

ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের (ইনমা) নির্বাহী পরিচালক এবং সিইও আর্ল জে. ইউকিকিনান বলেছেন, ছাপা পত্র-পত্রিকা থেকে 'কভিড-১৯' নামক করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা শূন্য। তিনি জানান, বিশ্বের সেরা চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের মতে, ছাপা সংবাদপত্র, সাময়িকী, ছাপা চিঠি কিংবা ছাপা প্যাকেট থেকে কভিড-১৯ করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

টরেন্টো ইউনিভার্সিটি ছাত্র সংসদ প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশি মনতাসা

আনাডায় ইউনিভার্সিটি অব টরন্টোর শিক্ষার্থী সংসদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মুনতাসা আহমেদ। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ১৫৫ ভোট বেশি পেয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১৭২৭। আগামী ২০২০-২০২১ মেয়াদের জন্য তিনি ইউনিভার্সিটি অব টরন্টোর শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দেবেন। বিজয়ী ঘোষিত হওয়ার পর গতকাল ফেসবুকে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

দলীয় কার্যালয় থেকে নিজ বাসায় ি

দীর্ঘ ৭৮৭ দিন পর রাজধানীর নয়াপল্টন বিএনপি কার্যালয় ছেড়ে বাসায় উঠেছেন দলটির সিনি মহাসচিব মহুন কবির রিজভী। গতকাল বৃহ কার্যালয় ছেড়ে যান তিনি। এখন থেকে দলীয় যতটুকু সময় দরকার ততটুকু সময় কার্যালয়ে তিনি। ২০০৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানে দুর্নীতি মামলায় আদালতে

এরপর পৃষ্ঠা ১১

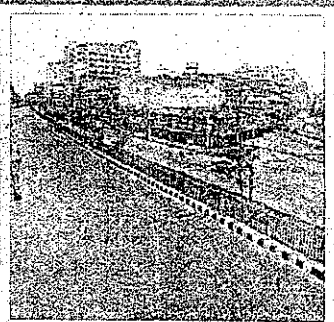

১. গতকাল সিলেটে সেনা টহল ২. নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করায় ব্যক্তিগত সিএনজি চালককে শাস্তি ৩. গাড়িশূন্য রাজধানী —বাংলাদেশ প্রতিদিন

টিভিতে গুজব মনিটরিংয়ে মন্ত্রণালয়ের ১৫ কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো মনিটরিংয়ের জন্য ১৫ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়। তারা টেলিভিশনগুলোর সম্প্রচারিত করোনাভাইরাস সংক্রমণ বিষয়ে অপপ্রচার কিংবা গুজব প্রচার হচ্ছে কিনা, তা মনিটরিং করবেন। একেকজন দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩টি টিভি চ্যানেল মনিটরিং করবেন তারা। গত

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

উদ্বিগ্ন কূটনীতিক ঢাকা ছাড়

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

করোনাভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় ঢা অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদে বাংলাদেশে থাকা বিদেশিরা। মালয়েশি গতকাল তিনটি আলাদা ফ্লাইটে ঢাকা ত সাড়ে চার শ শ্রীলঙ্কান নাগরিক। তেমন বিভিন্ন দেশের ৫ শতাধিক বিদেশি নাগরি ছাড়বেন যে কোনো সময়। বাংলাদেশে আক্রান্তদের চিকিৎসা নিয়ে শঙ্কিত বিদেশি ও হাসপাতালের প্রস্তুত দশা নিয়েই তা জানা যায়, গতকাল কুটনৈতিক ব্লক এলাকে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

অঘোষিত লকডাউনে দেশ

সেনা টহল জোরদার, গাড়ি দোকানপাট অফিস আদালত বন্ধ, অকারণে ঘোরাঘুরি করলে শাস্তি, রাস্তাঘাট ফাঁকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বৈশ্বিক মহামারীর রূপ নেওয়া নভেল করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে জনগণকে 'ঘরে' রাখার চেষ্টায় অঘোষিত লকডাউনে পড়েছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতা দিবসের ছুটির সঙ্গে সাপ্তাহিক আর সাধারণ ছুটিতে রাজধানী ছিল নীরব নিস্তব্ধ। বাস, ট্রেন, লঞ্চ ও আকাশপথে যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার আগে অনেকে ঢাকা ছাড়তে পারলেও যারা রাজধানীতে রয়ে গেছেন, তারা এখন 'গৃহবন্দী'। স্বাধীনতা দিবসের আগে বৃহত্তর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বর্তমান পরিস্থিতিকে যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে সবাইকে ঘরে থেকে এই যুদ্ধ জয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সকাল থেকে রাজধানীতে সারা দেশেই সেনাবাহিনীর তৎপরতা দেখা যায়। মানুষের 'অতেতুক' রাস্তায় ঘোরাঘুরি বন্ধে তৎপর ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অপ্রয়োজনে রাস্তায় বের হলেই পড়তে হচ্ছে পুলিশের সামনে; মৃদু শিটুনির গরবও পাওয়া গেছে। কান ধরে ওঠবসও করতে হয়েছে বিনা কারণে রাস্তায় বের হওয়ার অপরাধে। এ অবস্থায় রাজধানীর রাজপথ-অলিগলি হয়ে পড়ে প্রায় জনশূন্য। মাঝেমধ্যে জরুরি প্রয়োজনে বের হওয়া কিছু যানবাহন আর রিকশার ঘণ্টার আওয়াজ কানে আসে। নিতান্তপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনাকাটা ছাড়া পরস্পরকে মানুষ রাস্তায় দেখা হচ্ছে না। বৈশ্বিক মহামারী রূপ পাওয়া কভিড-১৯ প্রতিরোধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ লকডাউন ঘোষণার পর বাংলাদেশে এর সংক্রমণ এড়াতে আগেই বন্ধ করা হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর পরও আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকায় ছুটি ঘোষণা করে সরকার। বন্ধ হয়

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সংবাদপত্রের গাড়িসহ জরুরি যা কিছু আওতামুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি বা বন্ধের আওতায় পড়বে না সংবাদপত্র ও জরুরি পরিষেবা। গত মঙ্গলবার বিকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'এই ছুটি শুধুমাত্র সরকারি-বেসরকারি অফিস

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

গুলশানের বাস জিয়া, দেখা স

মাহমুদ আজহার

সদ্য কারামুক্ত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বাসায় তাঁকে চিকিৎসকদের যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দলের নেতা-কর্মীদের আপাতত বাসায় আসতে নিষেধ করা হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। আগত ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। এ সময়ের মধ্যে বড় কোনো সমস্যা না হলে হাসপাতালেও যাবেন না তিনি। সংশ্লিষ্টদের

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

সারা দেশে নতুন আক্রান্ত ৫ জন

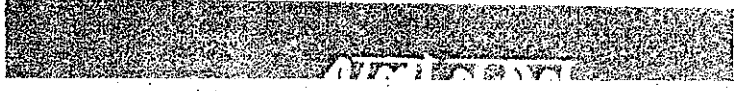

"দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন"
৫ মার্চ ২০২০ইং

৫২৮

খুলনা

যশোর অঞ্চলের পোলট্রি শিল্পে করোনার ভয়াবহ প্রভাব

নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর

করোনার প্রভাবে ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়েছে যশোর অঞ্চলের পোলট্রি শিল্পে। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা বলছেন, হ্যাচারি থেকে খামারে স্থানান্তরিত না হওয়ায় প্রতিদিন দুই লাখ মুরগির বাচ্চা মারা যাচ্ছে। একেকটি বাচ্চা উৎপাদনে ৩২ টাকা খরচ হয়। এই বাচ্চা বিনামূল্যেও নিতে চাচ্ছেন না পোলট্রি খামারিরা। আবার স্বয়ংক্রিয় এই উৎপাদন প্রক্রিয়া হঠাৎ করেই বন্ধ রাখা যাচ্ছে না। বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ করতে হলেও কমপক্ষে ২১ দিন অপেক্ষা করতে হয়। ফলে বাধ্য হয়েই প্রতিদিন বিপুল অঙ্কের লোকসান গুনতে হচ্ছে হ্যাচারি মালিকদের। পোলট্রি শিল্পের বিপণন কোম্পানি তামিম মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থাপক খন্দকার ইদ্রিস হাসান বলেন, ৩২ টাকার বাচ্চা এক টাকায়ও বিক্রি করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, যশোর অঞ্চলের এক হাজার খামার থেকে প্রতিদিন গড়ে ১১ লাখ কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস উৎপাদিত হয়। এক কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস উৎপাদনে খরচ হয় ১১০ টাকা। এখন প্রতি কেজি মাংস ৪০/৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর একটা ডিম উৎপাদনে সাড়ে সাত টাকা খরচ হলেও বর্তমানে তা বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ছয় টাকায়।

বিনামূল্যেও বাচ্চা নিচ্ছে না খামারিরা

THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

www.jugantor.com

ঢাকা ২৭ মার্চ ২০২০ | ১৩ চৈত্র ১৪২৬ | ১ শাবান ১৪৪১ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২৬ | বর্ষ ২২ | সংখ্যা ৫৬

দশদিগন্ত | প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ালে ভয় নেই

সম্পাদকীয় | বিপদ চতুর্দিকব্যাপী

অনলাইনচিত্র সম্পর্কে আলোচনাকালে ভুটি নেয়ে দুলশতকার বড়ুয়ার ধারণার চাকে দেখা সমবয়সের মইনিং

ডাইএনপিচিত্র

সারা দেশ কার্যত লকডাউন

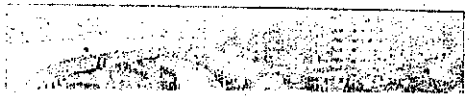

- বাস, ট্রেন, ব্যাংক, বিমানসহ গণপরিবহন বন্ধ
- রাস্তায় বের হলেই জিজ্ঞাসাবাদ ও বিভিন্ন

'ভালোবাসার নৌকা পাহাড় বাইয়া চলে'

টেস্ট কিটসহ চিকিৎসা সামগ্রী দিল চীন

যুগান্তর রিপোর্ট

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় বন্ধুত্বের হাতের চীন থেকে ১০ হাজার টেস্ট কিট এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসামগ্রী

সাশ্রয়ী মূল্যে হ্যান্ড স্যা

বড় বাধা রেষ্টি স্পিরিটের ও মাদক শু

যুগান্তর রিপোর্ট

কোভিড-১৯ (নভেল করোনাভাইরাস)-এর ছড়া স্যানিটাইজার সহজলভ্য করতে দেশে উৎপাদিত লিটারপ্রতি ২১১ টাকার মধ্যে খুচ প্রত্যেকটি জে পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি থাকতে হবে। এ তথ্য জানি কেড়ে আবে। এ দুটি বিষয় নিষ্পত্তি করে দ্রুত উৎপাদন এবং এর অব্যাহত সরবরাহে দেশে ৩ প্রক্রিয়াগুলো খেকেরে তারা সমস্যুলে বাজারজাত করতে পারবে। এজন্য ২২ মার্চ এনবিআর থেকে অতিরিক্ত যুগ্মসচিব ও ডেপুটি কমিশনার ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্য সচিবের এক জরুরি ই-মেইল পাঠানো হয়েছে। এ দেশের প্রয়োজনে উৎপাদিত প্রোপ্রাইটরি লিমিটেড কোম্পানি উৎপাদন বিপণনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

আমতলী থানায়

"দৈনিক ইত্তেফাক"
২৯ মার্চ ২০২০

৫৩০

করোনায় চ্যালেঞ্জের মুখে পোলট্রি শিল্প

যশোরে দিনে মারা পড়ছে দুই লাখ মুরগির বাচ্চা

যশোর ব্যুরো

করোনাভাইরাসের প্রভাবে যশোর অঞ্চলে পোলট্রি শিল্প হুমকির মুখে পড়েছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করার তা তাৎক্ষণিক বন্ধ করা যাচ্ছে না। এজন্য প্রতিদিন প্রায় দুই লাখ মুরগির বাচ্চা মেরে ফেলতে হচ্ছে। গুজবে পোলট্রি মুরগির মাংস বিক্রিতেও ধস নেমেছে। এতে কোটি কোটি টাকার লোকসানের শিকার হ্যাচারি মালিকরা। সম্ভাবনাময় এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

■ গুজবে মুরগির মাংস বিক্রিতেও ধস

যশোর অঞ্চলে পাঁচটি হ্যাচারিতে প্রতিদিন চার লাখ মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয়। হ্যাচারি থেকে একদিন বয়সী বাচ্চা বিক্রি করা হয়। প্রতিটি মুরগির বাচ্চা উৎপাদনে ৩২ টাকা খরচ হয়। এখন বিনামূল্যে দিলেও কেউ মুরগির বাচ্চা নিচ্ছেন না। হ্যাচারি থেকে খামারিরা বাচ্চা মুরগি কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে বিপাকে পড়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।

এ প্রসঙ্গে যশোরের আফিল এগ্রো লিমিটেডের টেকনিক্যাল ম্যানেজার তোফায়েল আহমেদ জানান, ৪ মাসে একটি মুরগিকে ডিম পাড়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এমন একটি মুরগি টানা দেড় বছর ডিম দেয়। বাচ্চা উৎপাদনে ২১ দিনের জন্য ডিম ইনকিউবেটর মেশিনে রাখতে হয়। বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ করতে হলে কমপক্ষে ২১ দিন অপেক্ষা করতে হয়। আবার উৎপাদন প্রক্রিয়া একবার বন্ধ করলে পুনরায় চালু করা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ। সে ক্ষেত্রে হ্যাচারি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠান শত শত কোটি টাকার লোকসানের মুখে পড়বে।

পোলট্রি শিল্পের সবচেয়ে বড় বিপণন কোম্পানি তামিম মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) খন্দকার ইদ্রিস হাসান জানান, একদিন বয়সী প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদনে ৩২ টাকা খরচ হলেও বাজারে বিক্রি হচ্ছে এক টাকারও কম। তাও আবার ক্রেতা খুঁজে আনতে হচ্ছে। ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

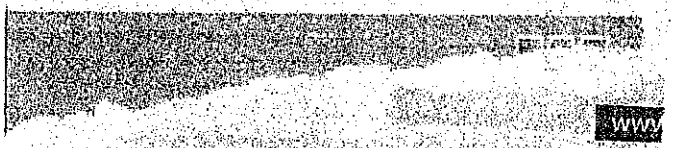

যশোরে দিনে মারা পড়ছে দুই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শুধু বাচ্চা নয়– লেয়ার মুরগির ডিম ও পোলট্রি ফিডেও এর প্রভাব পড়েছে। যশোর অঞ্চলের আফিল, কাজী, চিফ, প্রভিটা ও প্যারাগনের ফিড মিল রয়েছে। এসব মিলে প্রতিদিন ৬০০ থেকে ৮০০ টন ফিড উৎপাদিত হয়। চাহিদা কমে যাওয়ায় ফিডের বিক্রিকিনিও কমে গেছে।

তামিম মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের উপব্যবস্থাপক (ব্রয়লার) আবদুল মুকিত জানান, যশোর অঞ্চলের এক হাজার খামার থেকে প্রতিদিন গড়ে ১১ লাখ কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস উৎপাদিত হয়। এরমধ্যে শুধু আফিল ফার্ম থেকে উৎপাদিত হয় দিনে ২৫ হাজার কেজি। এক কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস উৎপাদনে খরচ হয় ১১০ টাকা। বর্তমানে বাজার পড়ে যাওয়ায় প্রতি কেজি ৪০-৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ডিসের বাজারও গড়তির দিকে বলে জানান তিনি। যশোর অঞ্চলে প্রতিদিন পাঁচ লাখ ডিম উৎপাদিত হয়। এরমধ্যে আফিল ফার্ম উৎপাদন করে চার লাখ ডিম। প্রতিটি ডিম উৎপাদনে খরচ পড়ে সাড়ে সাত টাকা। বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ছয় টাকা।

আফিল এগ্রো লিমিটেডের পরিচালক মাহবুব আলম লাবলু বলেন, করোনা প্রভাবে পোলট্রি মুরগির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সাধারণ ক্রেতারা পোলট্রির মুরগি কেনা থেকে বিরত থাকছেন।

/DailyInqilabOnline
/TheDailyInqilab

দৈনিক
ইনকিলাব

প্রতিষ্ঠাতা: আলহাজ মাওলানা এম.এ.মান্নান (রহঃ) THE DAILY INQILAB www.dailyinqilab.com

রেজিঃ ডিএ ৬৬২ ।। ৩৪তম বর্ষ ।। সংখ্যা ২৯০ ।। ঢাকা ।। ১৩ চৈত্র ১৪২৬ ।। ১ শাবান ১৪৪১ হিজরী ।। FRIDAY 27 MARCH 2020 ।। ১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ টাকা ।।

...াধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ...ানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ...মরান খানের চিঠি

...ফ রিপোর্টার

...দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় ...বস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ ...সিনার কাছে শুভেচ্ছা জানিয়ে ...কাল চিঠি দিয়েছেন পাকিস্তানের ...ধানমন্ত্রী ইমরান খান। ১৯৭১ ...লের এ দিনে পাকিস্তানের কাছ ...কেই স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ...লাদেশ।

...এ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ...পড়ার নীতির আলোকে ...লাদেশের সাথে সম্পর্ক আরও ...ধনার করতে পাকিস্তান আগ্রহী ...জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ...ন খান। তিনি বলেন, ...কিস্তানের সরকার ও জনগণ এবং ...ভাবে আমার পক্ষ থেকে ...ম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ...ীয় দিবস উপলক্ষে আন্তরিক ...ভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি আরও ...ন, আঞ্চলিক শান্তি, সমৃদ্ধি ...উন্নয়নের জন্য আমাদের দুই ...শের রয়েছে অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা। ...মন্ত্রণালয়ের এ দৃঢ় ভিত্তির ওপর ...রা আগামী দিনগুলোতে গড়ে ...তে পারি আমাদের সহযোগিতার ...। ত্রিকেটার থেকে ...জনতিবিদ বনে যাওয়া ইমরান

পৃঃ ২ কঃ ৩

স্বাধীনতা দিবস পালিত

...ফ রিপোর্টার

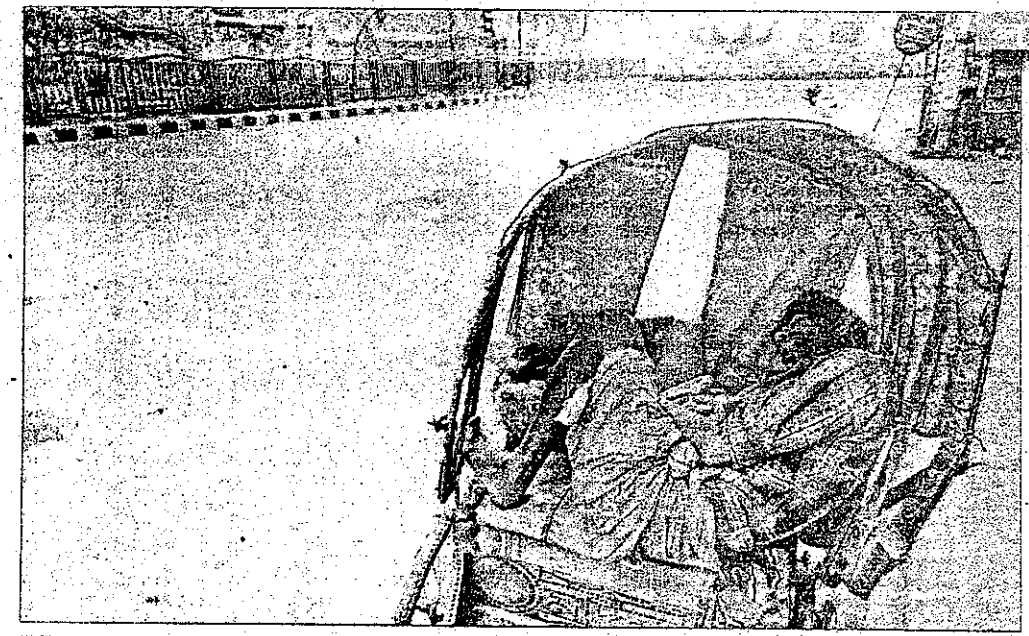

অঘোষিতভাবে ঢাকা এখন লকডাউন। অফিস আদালত মার্কেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবই বন্ধ। রাস্তায় যানবাহন নেই, মানুষও নেই। তবুও জীবিকার তাগিদে কিছু কিছু মানুষকে ঘর থেকে বের হতেই হয়। তাদেরই একজন এই রিকশাচালক। যাত্রী না পেয়ে ক্লান্ত অবসন্ন মনে তার এই ঘুম সুখের না বেদনার তা কে জানে। গতকাল দুপুরে রাজধানীর মতিঝিল এলাকা থেকে তোলা —মতিউর সেন্টু

জুমা আজ কী...

ইসলামী ভাষ্যকার

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস থেকে এখন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে লকডাউনের মতোই চলছে। এমতাবস্থা সরকার ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা যে নিয়ম দিয়েছেন তা আমাদের মেনে চলতে হবে। কোরআন-সুন্নাহও আমাদের এসব সতর্কতা মেনে চলার বাধ্যতামূলক বিধান দিয়েছে।

তাই আজ জুমার জায়গায় নিজ নিজ অবস্থানে জোহর পড়ে নিন। সাধারণভাবে জুমা এ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক নামাজির জন্য ওয়াজিব নয়। জামে মসজিদগুলোতে ইমাম-মুয়াজ্জিন ও নিকটস্থ গুটিকয়েক মুসল্লি স্বাস্থ্যসুরক্ষার নীতি মেনে অতি সংক্ষেপে শুধু খুৎবা ও জুমা সেরে নেবেন। এভাবেই দারুল উলুম দেওবন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুরোধে দেশবরেণ্য মুফতিগণ, সর্বভারতীয় মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি, আল্লা উপমহাদেশের বিশিষ্ট ফিকাহবিদগণ ফতোয়া ও নির্দেশনার বিভিন্ন ভাষার ... দৈনিক ইনকিলাবকে টেলিফোনে দেশের নাগরিক, সমাজের বিশিষ্টজন

করোনাভাইরাস মোকাবেলা

সক্ষমতা কতটুকু

বিশেষ সংবাদদাতা

গোটা বিশ্বে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। চীনের পর ইরান, ...

মাত্র ২৯টি আইসিইউ শয্যা। অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে যে ভাবে প্রচার করা হচ্ছে বাস্তবে সেটা চোখে পড়ছে না। প্রতিদিন সংবাদ সম্মেলন করে প্রস্তুতি ...

অঘোষিত লকডাউন ঢাকা

বিশেষ সংবাদদাতা

সময়ের ব্যস্ত থাকা রাজধানী ১০ দিনের ছুটিতে থাকা করছে। সারাদেশে বাস, রেল, লঞ্চ ও বিমান চলাচল বন্ধ। বন্ধ সব ধরনের গণপরিবহন। সব অঞ্চলে রাস্তায় লোক চলাচলও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ঘরে বসেই ১৫ মি... টেস্টের কিট ...

ইনকিলাব ডেস্ক

ঘরে বসে মাত্র ১৫ মিনিটে কোভিড-১৯ পরী... দুই বা এক দিনের মধ্যে উন্মুক্ত করা হবে। মানুষের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে দফতর (পিএইচই)।

ব্রিটিশ জনগণের কাছে এই কিট সর...

৫৩১

দৈনিক ইনকিলাব
৭ মার্চ ২০২০ ইং
শুক্রবার

ধসের মুখে পোল্ট্রি শিল্প

মুরগি পরিচর্যায় ব্যস্ত খামারি -ইনকিলাব

বিশেষ সংবাদদাতা,যশোর ব্যুরো

করোনাভাইরাসের ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমের পোল্ট্রি শিল্পে। এমনিতে মানুষ ঘরবন্দি হয়ে পড়ায় বেচাকেনা কমে গিয়েছিল। গত দুইদিন মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে শিল্পটিতে। গুজবে লোকজন পোল্ট্রি মুরগী, ডিম খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। ছোট

ছোট খামারি বারবার বিভিন্ন ধাক্কায় মেরুদন্ড খাঁড়া করে দাঁড়াতে পারছে না।

গোটা অঞ্চলে সবচেয়ে বড় ডিম, মুরগি ও বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আফিল এগ্রো লিমিটেড। এর টেকনিক্যাল ম্যানেজার তোকায়েল আহমেদ জানান, প্রতিদিন প্রায় ২ লাখ পোল্ট্রি মুরগীর বাচ্চা মারা যাচ্ছে। তিনি জানান, এসব পৃঃ ১১ কঃ ৭

ধসের মুখে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বাচ্চা দ্রুততম সময়ে হ্যাচারি থেকে খামারে স্থানান্তরিত না হওয়ায় মারা পড়ছে। হ্যাচারি মালিকরা বলছেন ৩২ টাকা খরচে উৎপাদিত প্রতিটি বাচ্চা ফ্রি দিলেও খামারিরা নিতে চাচ্ছেন না। আবার স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন প্রক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ রাখা যাচ্ছে না। ফলে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা লোকসান গুনছেন হ্যাচারি মালিকরা।

আফিল ফার্মের ভারপ্রাপ্ত হোসেন জানান, ডিম পাড়ানোর চার মাস পূর্বে একটি মুরগি প্রস্তুত করা হয়। এ মুরগি টানা দেড় বছর ডিম দেয়। প্রতিদিন বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ২১ দিনের ডিম ইনকিউবেটর মেশিনে চাপাতে হয়। একদিন বয়সী বাচ্চা বিক্রি করা হয়। বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ করতে হলে কমপক্ষে ২১ দিন অপেক্ষা করতে হয়। আবার উৎপাদন প্রক্রিয়া একবার বন্ধ করলে পুনরায় চালু করা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ।

পোল্ট্রি শিল্পের সবচেয়ে বড় বিপণন কোম্পানি তাহিম মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) খন্দকার ইদ্রিস হাসান জানান, একদিন বয়সি প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদন খরচ ৩২ টাকা হলেও বাজারে বিক্রি হচ্ছে এক টাকারও কম। তাও আবার ক্রেতা খুঁজে আনতে হচ্ছে। শুধু বাচ্চা নয় মুরগীর ডিম ও পোল্ট্রি ফিডেও এর প্রভাব পড়েছে। লোকসানে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বন্ধের অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন আফিল এগ্রো লিমিটেডের পরিচালক মাহাবুব আলম লাবলু।

খুলনা বিভাগীয় প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আমিনুল ইসলাম মোল্লা জানান, করোনার প্রভাবে পোল্ট্রি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, পোল্ট্রির মাংস ও ডিম খেলে কোন ক্ষতি নেই। বরং উপকার। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু লোক পোল্ট্রি নিয়ে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তার কোন ভিত্তি নেই।

২৭ মার্চ ২০২০
১৩ চৈত্র ১৪২৬ । ১ শাবান ১৪৪১
৮ম বর্ষ। সংখ্যা ১০৮। পৃষ্ঠা ১২। মূল্য ৳ ৫
deshrupantor

দেশ রূপান্তর

দা নি ভু পী লা দে র দৈ নি ক

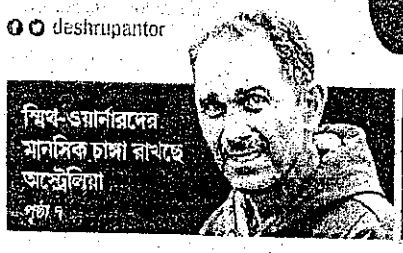
স্বিফ-ওয়ার্নারদের মানসিক চাপ্পা রাখছে অস্ট্রেলিয়া
পৃষ্ঠা ৭

করোনার বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন

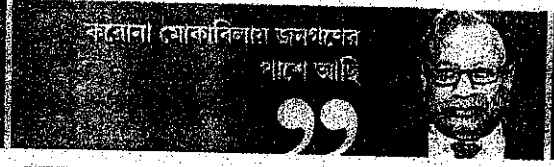
করোনা মোকাবিলায় জনগণের পাশে আছি

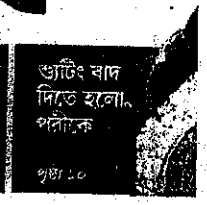
ভ্যাটিং বাদ দিতে হলো পরীক্ষক
পৃষ্ঠা ১০

৬১ জেলায় চলছে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম

দূরপাল্লা ও অভ্যন্তরীণ সব গণপরিবহন বন্ধ

রাজধানীর সড়ক ফাঁকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় রাজধানীসহ সারা দেশে চলছে অঘোষিত লকডাউন। বিনা প্রয়োজনে মোবাইলফোনের চলাচল সীমিত করা হয়েছে। বন্ধ দূরপাল্লার গণপরিবহন ও অভ্যন্তরীণ সব গণপরিবহন। রাত ৮ টের পরে মোড়ে মোড়ে থাকছে চেকপোস্ট। বিনা কারণে বের হলে জরিমানা দিতে হচ্ছে প্রশাসনকে। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা লোকজনের বাসায় সিল মেরে দেওয়া হচ্ছে শরীরে।

এসবের মধ্যে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঢাকা ও তার আশপাশের ৬১টি জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও বিজিবির ৬ হাজার সদস্য এই কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন বলে জানানো হয়েছে। এর আগে ঢাকা বিভাগের ৫ জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর আইএসপিআর থেকে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনীর ৬১টি জেলার ৬১টি জেলা সেনা সদরের ৬১টি কোম্পানি এই কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ কার্যক্রমের সমন্বয়ের জন্য ৬১ জেলায় ৬১ জন সেনা কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবেন।

সেনাবাহিনীর জনসংযোগ অধিদপ্তরের ৫ ব্রিগেডিয়ার ১৫ লিয়াজোঁকে বলা হয়, সেনাবাহিনীর ৬১টি জেলা সেনা সদরের ৬১টি জেলায়। তিন পার্বত্য জেলা বাদে। করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের কাজ করছে। তারা যে কোনো প্রয়োজনে সাড়া দেবে। সেনাবাহিনীর ভোলা থেকেই এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেনাবাহিনী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সেনাবাহিনী নিয়োগীয় ও জেলা পর্যায়ে সমন্বয়ক পাঠ ও সংবাদমাধ্যম কর্মী। সেখানে তার সাথে, এমনকি ঘর থেকে বের হচ্ছে না। পাশাপাশি তারা বিদেশফেরত ও পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তিদের বাসায় গিয়ে খোঁজ নিচ্ছে।

সেনাবাহিনীর আওতাধীন ঢাকা জেলার আঞ্চলিক সেনাসদস্য পরিচালনা করছেন। আরামবাগ ডিভিশনের ঢাকা অঞ্চল, চট্টগ্রাম কুমিল্লা ও জেলা প্রতিনিধিদের প্রধান হবেন অধিনায়ক, পরবর্তী সুপারভিশনের মেজর জেনারেলদের নেতৃত্বে ঢাকা বিভাগের ৫ জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেনাবাহিনী।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ঢাকা বিভাগের ৫ জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেনাবাহিনী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সেনাবাহিনী নিয়োগীয় ও জেলা পর্যায়ে সমন্বয়ক পাঠ ও সংবাদমাধ্যম কর্মী। সেখানে তার সাথে, এমনকি ঘর থেকে বের হচ্ছে না। পাশাপাশি তারা বিদেশফেরত ও পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তিদের বাসায় গিয়ে খোঁজ নিচ্ছে।

সেনাবাহিনীর আওতাধীন ঢাকা জেলার আঞ্চলিক সেনাসদস্য পরিচালনা করছেন। আরামবাগ ডিভিশনের ঢাকা অঞ্চল, চট্টগ্রাম কুমিল্লা ও জেলা প্রতিনিধিদের প্রধান হবেন অধিনায়ক, পরবর্তী সুপারভিশনের মেজর জেনারেলদের নেতৃত্বে ঢাকা বিভাগের ৫ জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেনাবাহিনী।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ঢাকা বিভাগের ৫ জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেনাবাহিনী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সেনাবাহিনী নিয়োগীয় ও জেলা পর্যায়ে সমন্বয়ক পাঠ ও সংবাদমাধ্যম কর্মী। সেখানে তার সাথে, এমনকি ঘর থেকে বের হচ্ছে না। পাশাপাশি তারা বিদেশফেরত ও পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তিদের বাসায় গিয়ে খোঁজ নিচ্ছে।

সেনাবাহিনীর আওতাধীন ঢাকা জেলার আঞ্চলিক সেনাসদস্য পরিচালনা করছেন। আরামবাগ ডিভিশনের ঢাকা অঞ্চল, চট্টগ্রাম কুমিল্লা ও জেলা প্রতিনিধিদের প্রধান হবেন অধিনায়ক, পরবর্তী সুপারভিশনের মেজর জেনারেলদের নেতৃত্বে ঢাকা বিভাগের ৫ জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেনাবাহিনী।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ঢাকা বিভাগের ৫ জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেনাবাহিনী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সেনাবাহিনী নিয়োগীয় ও জেলা পর্যায়ে সমন্বয়ক পাঠ ও সংবাদমাধ্যম কর্মী। সেখানে তার সাথে, এমনকি ঘর থেকে বের হচ্ছে না। পাশাপাশি তারা বিদেশফেরত ও পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তিদের বাসায় গিয়ে খোঁজ নিচ্ছে।

সেনাবাহিনীর আওতাধীন ঢাকা জেলার আঞ্চলিক সেনাসদস্য পরিচালনা করছেন। আরামবাগ ডিভিশনের ঢাকা অঞ্চল, চট্টগ্রাম কুমিল্লা ও জেলা প্রতিনিধিদের প্রধান হবেন অধিনায়ক, পরবর্তী সুপারভিশনের মেজর জেনারেলদের নেতৃত্বে ঢাকা বিভাগের ৫ জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেনাবাহিনী।

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২ ১

করোনার ১২ ল্যাবের দুটিতে পরীক্ষা হচ্ছে

প্রতীক ইফাত

দেশে করোনা রোগী খোঁজে ৩৩ ঘণ্টা সময়ের করোনা রোগী শনাক্তে পরীক্ষা বেড়ে ৫ গুণেরও বেশি হয়েছে। এই তথ্য স্বীকারোক্তি দিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) কথা বলা হলেও গত কয়েক সপ্তাহের মতো রোগটি সীমিত আকারে কমিউনিটিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে ধারণা করা সরকারের বিশেষজ্ঞ। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর। এমন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময় নতুন আসা এসব রোগের একটি সুনির্দিষ্ট তালিকাও দেখানো করা আইইডিসিআর। বলা হয়, এতদিন শুধু আইইডিসিআর পরীক্ষা করলেও এখন থেকে দেশের ১২টি রোগের করোনা শনাক্তে নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

অতত গতকাল পর্যন্ত চলা এ তথ্যে বলিবেন ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র দুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলছে। এর মধ্যে ঢাকার পরীক্ষা ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বাংলাদেশ ইমপিটিউড অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ (বিআইটিআইডি)। পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩ ১

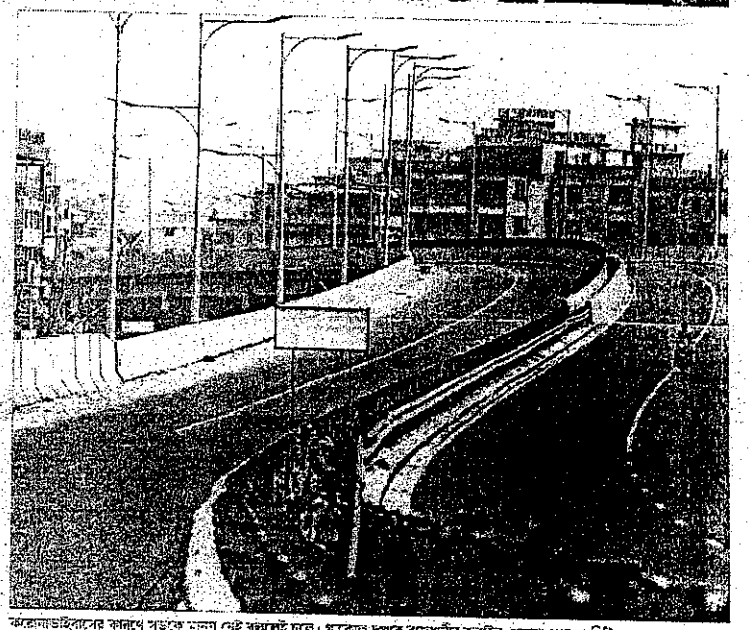
করোনাভাইরাসের কারণে সড়কে মানুষ নেই বললেই চলে। গতকাল দুপুরে রাজধানীর জুরাইন এলাকা থেকে ছবিটি তোলা

করোনায় নতুন শনাক্ত ৫ সুস্থ আরও ৪ জন

এমন স্বাধীনতা দিবস দেখেনি বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৪শর বেশি মৃত্যু এক দিনেই

রূপান্তর ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে মৃত্যু

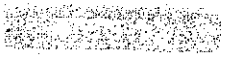

মোট মৃত্যু ১১,১৫৩

"দৈনিক দেশ রূপান্তর"
২৭ মার্চ ২০২০ ইং শুক্রবার

৫৩৪

যশোরাঞ্চলের পৌলট্রিতে দৈনিক সাড়ে সাতেই দুই লাখ বাচ্চা

আশার প্রতিনিধি

যশোরের খুচরাবে কেজি কেজি চিকেন লোকসান

যশোরাঞ্চলের পোলট্রি খাতে দৈনিক সাড়ে সাত লাখ বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদনে গড়ে খরচ হচ্ছে ৩২ টাকা। সেক্ষেত্রে প্রবাহে পোলট্রি মুরগির বিক্রিবিনিময়ে এক প্রকার ভাটা পড়েছে। খামারি পর্যায়ে বাচ্চা হেচে ফুট করে বিক্রি হচ্ছে। যশোরের সবচেয়ে বেশি খামার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আশিক গ্রুপ লিমিটেড প্রতিদিন ৪ লাখের বেশি বাচ্চা উৎপাদন করে। এ খাতের টেকনিক্যাল ম্যানেজার সৈয়দ নজরুল ইসলাম জানান, ডিম পাড়ানোর চার মাস আগে একটি মুরগি প্রস্তুত করা হয়। এ মুরগি ডিম দেয় ভরা ডিম দেয়। প্রতিদিন বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ১১ দিনের ডিম ইনকিউবেটরে রাখতে হয়। এক দিন পরপরী বাচ্চা বিক্রি করা যায় বাচ্চা উৎপাদন করতে মুরগি সর্বোচ্চ ৩২ দিন অপেক্ষা করতে হয়। আমরা উৎপাদন প্রক্রিয়া এত দিন ধরে চলে কথা অনেক ব্যবসায়ী। দুই বছর ধরেই প্রতিষ্ঠানে লাভ হচ্ছে না। এতে এ খাতটি গত শত কোটি টাকার লোকসানের মুখে পড়বে।

উৎপাদিত মুরগি চাহিদা অনে আসছে নিচের দিকে। বিক্রি না হওয়ায় খামারেরে প্রতিদিনই খাদ্য মুরগির পেছে পড়ে পড়ছে। এতে প্রতিদিন দুই থেকে তিন হাজার মুরগি মারা পড়ছে। খামারিরা জানিয়েছেন, ৩২ টাকা খরচে উৎপাদিত মুরগি বাচ্চা ৮ টাকায় বিক্রি করতে চাইছেন না।

যশোরাঞ্চলে আশিক গ্রুপসহ, ফাতী হ্যাচারিজ, মেটি বড় পাঁচটি হ্যাচারিতে প্রতিদিন ৭৫ লাখ বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদনে মোটামুটি মাবিনিয়োগ পড়ে ৩২ টাকা। সেক্ষেত্রে প্রবাহে পোলট্রি মুরগির বিক্রিবিনিময়ে এক প্রকার ভাটা পড়েছে। খামারি পর্যায়ে বাচ্চা হেচে ফুট করে বিক্রি হচ্ছে। যশোরের সবচেয়ে বেশি খামার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আশিক গ্রুপ লিমিটেড প্রতিদিন ৪ লাখের বেশি বাচ্চা উৎপাদন করে। এ খাতের টেকনিক্যাল ম্যানেজার সৈয়দ নজরুল ইসলাম জানান, ডিম পাড়ানোর চার মাস আগে একটি মুরগি প্রস্তুত করা হয়। এ মুরগি ডিম দেয় ভরা ডিম দেয়। প্রতিদিন বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ১১ দিনের ডিম ইনকিউবেটরে রাখতে হয়। এক দিন পরপরী বাচ্চা বিক্রি করা যায় বাচ্চা উৎপাদন করতে মুরগি সর্বোচ্চ ৩২ দিন অপেক্ষা করতে হয়। আমরা উৎপাদন প্রক্রিয়া এত দিন ধরে চলে কথা অনেক ব্যবসায়ী। দুই বছর ধরেই প্রতিষ্ঠানে লাভ হচ্ছে না। এতে এ খাতটি গত শত কোটি টাকার লোকসানের মুখে পড়বে।

তানিম সাকেটিং অ্যান্ড হ্যাচারিজের উপমহাব্যবস্থাপক (সেলস) আবদুল মুকিত রুমন, যশোরাঞ্চলের এক হাজার খামার থেকে প্রতিদিন গড়ে ১১ লাখ ডেইলি বাচ্চার মুরগি বাচ্চা উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে শুধু আশিক গ্রুপ থেকে উৎপাদিত হয় দিনে ২৫ হাজার পেটি। এক পেটি বাচ্চার মুরগির মাসে উৎপাদনে খরচ হয় ১২০ টাকা। কিন্তু বাচ্চা বাজার ভাঙে ২৫ থেকে ৩০ টাকা প্রতি পেটি ৬০-৭৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ডিমের দামও পড়তির দিকে। এতে আমরা তিনি। যশোরাঞ্চলে প্রতিদিন পাঁচ কোটি ডিম উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে আশিক গ্রুপ উৎপাদন করে চার লাখ। প্রতিটি ডিম উৎপাদনে খরচ পড়ে সাত টাকা। কিন্তু বাজারে বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ৬ টাকা। লোকসানে মুরগিপালিরা ব্যবসা বন্ধের আশিক পথে পৌঁছে যাচ্ছেন। বলে জানিয়েছেন আশিক এগ্রো লিমিটেডের পরিচালক মাহবুবুর আলম আরিফ। তিনি এ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারের আশু দৃষ্টি কামনা করেছেন।

যশোর বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. অমিতাভ বৈদ্যনাথ মেহেরা জানান, করোনার প্রভাবে যশোরাঞ্চলে পোলট্রি শিল্পে আঘাত পড়েছে বলে জানতে পেরেছি। তিনি বলেন, পোলট্রির মাংস ও ডিম থেকে কোনো ক্ষতি নেই। বরং উপকার। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু লোক পোলট্রির মাংস নিয়ে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তার কোনো ভিত্তি নেই। তিনি সবাইকে ডিম, মাংস খাওয়ার পরামর্শ দেন।

শুক্রবার ২৭ মার্চ ২০২০

বণিক বার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

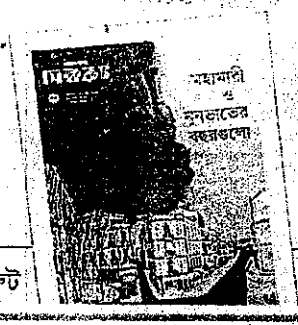

সিক্কক্রুট | আজ মূল পত্রিকার সঙ্গে | রেজি. নং: ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০৯, সংখ্যা ২৮৯ | চৈত্র ১৩, ১৪২৬ ■ শাবান ১, ১৪৪১ | ১৬ পৃষ্ঠা দা

নভেল করোনাভাইরাস

বড় ভূমিকায় নেই এনজিওগুলো!

ঢাকা ৩

ও বহুক্ষেত্রে সরকারি কর্মকাণ্ডের সম্পূরক হয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ। তবে মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে দেশ উন্নয়ন সংস্থাগুলোও (এনজিও)। সত্তরোত্তর তৈরি থেকে শুরু ত্রিয়াকলাপের ভেদে অধিকাংশ ও নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে এগিয়ে

এনজিওগুলো সংকটে প্রোগ্রাম সংগঠনও দেশী-বিদেশী প্রেক্ষাপটে প্রশংসনীয় ভূমিকা। কিন্তু চলমান করোনা পরিস্থিতিতে জেলা এনজিওগুলোর উপস্থিতি সেভাবে চোখে পড়ছে না। দু-একটি ট্রাস্ট তাৎ পরিসরে কিছু উদ্যোগ নিলেও সার্বিকভাবে করোনা সংকট

চলমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় এনজিওগুলোর উপস্থিতি সেভাবে চোখে পড়ছে না। দু-একটি বড় প্রতিষ্ঠান স্বল্প পরিসরে কিছু উদ্যোগ নিলেও সার্বিকভাবে করোনা সংকট

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সীমিত আয়ের দিনমজুর অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হবে। এনজিওগুলো দিনমজুর আয়ের সমাজে সীমিত আয়ের কিংবা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিকল্প কর্মসূচি চালু করতে পারে। করোনা-পরবর্তী সময়ে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসরতার মানসম্পন্ন প্রাথমিক নির্মাণে এনজিওগুলোর এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের অবদান রেখেছে এনজিওগুলো। পাশাপাশি সময়োপযোগী সাড়া দিয়েছে বেরিয়ে সংকটের আলোও। উদাহরণের খানা, বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এনজিওগুলো। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে সেভাবে সাড়া দেখেনি এসব প্রতিষ্ঠানের।

দারিদ্র্য ও সামাজিকভাবে কারণে দেশের বহি এলাকার ভাসমান মানুষও এখন দুশ্চিন্তায়। তাদের কাছে পৌঁছে না যাওয়ায় পরিস্থিতি মূল্যায়ন উপকরণ। সারা দেশের এনজিওগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪২ লাখ। এর মধ্যে সক্রিয় ঋণ গ্রহীতার প্রায় ৩৫ লাখ। তাদের নেয়া মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা। সার্বিটি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে চলমান করোনা পরিস্থিতির ধারাবাহিক ঝুঁকি তাদের জীবন-জীবিকা। এসব ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর ব্যাপক কাজ করার সুযোগ রয়েছে

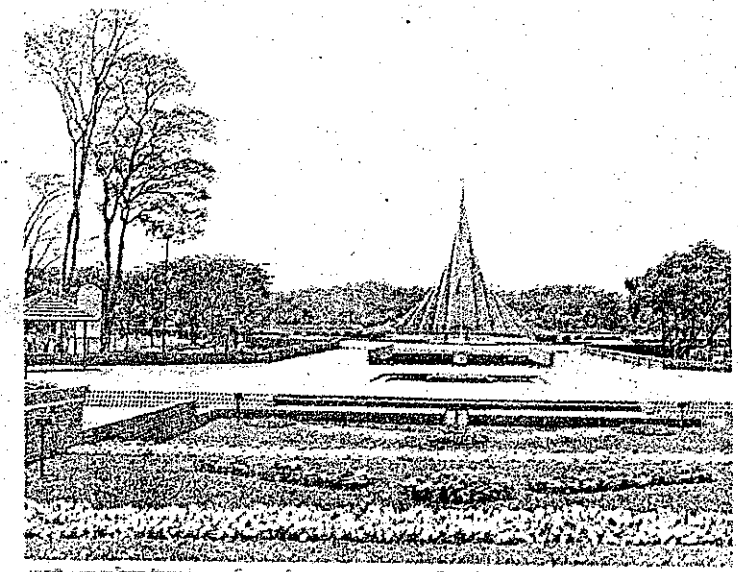

এবারই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে জনশূন্য নিরাপদ ঢাকা শহরের ভাটা পড়িলেন।

মহামারীর সংকট ও বিশ্বনেতৃত্বের চাপের পরীক্ষা

পোশাক শিল্প মাি
কারখানা বন্ধের

দৈনিক বণিকবার্তা
১৫ মার্চ ২০২০ ইং রবিবার

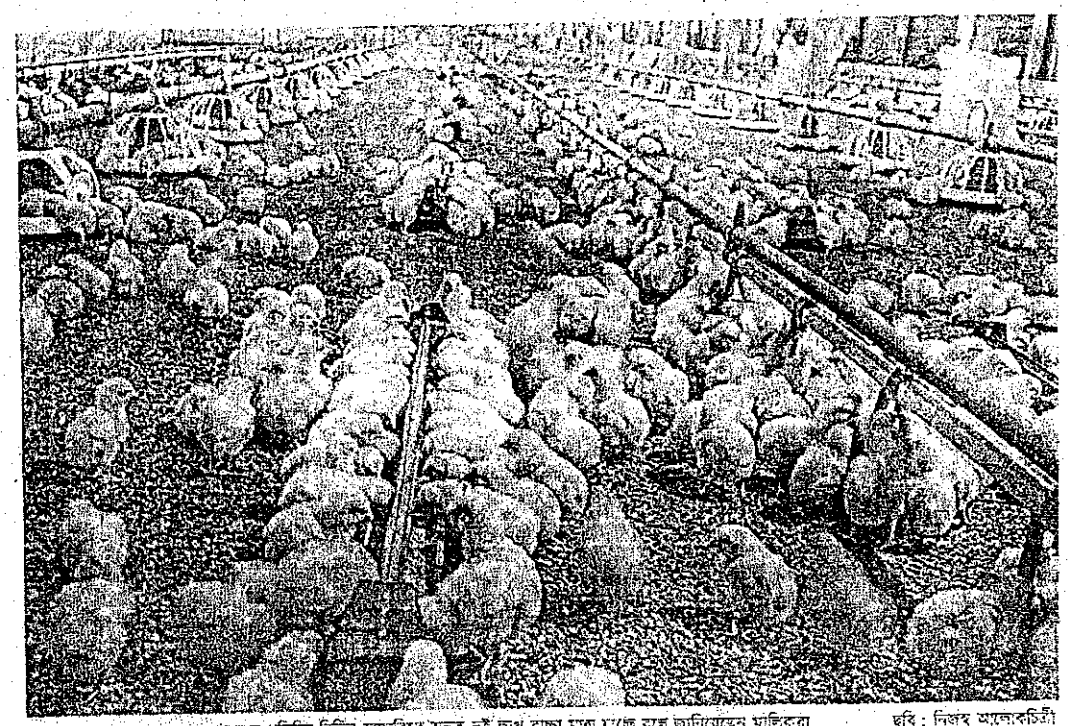

দ্রুত সময়ে খামারে স্থানান্তর না করায় প্রতিদিন বিভিন্ন হ্যাচারিতে অন্তত দুই লাখ বাচ্চা মারা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন মালিকরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

নভেল করোনাভাইরাসের প্রভাব পোলট্রি শিল্পে

যশোরে হ্যাচারিতেই প্রতিদিন মারা পড়ছে ২ লাখ বাচ্চা

আবদুল কাদের ■ যশোর

নভেল করোনাভাইরাসের প্রভাবে বাজারে চাহিদা কমেছে পোলট্রি মুরগির। এজন্য হ্যাচারি থেকে বাচ্চা কেনা বন্ধ রেখেছেন খামারিরা। এতে দ্রুত সময়ে খামারে স্থানান্তর না করায় প্রতিদিন যশোরের বিভিন্ন হ্যাচারিতে অন্তত দুই লাখ বাচ্চা মারা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন মালিকরা। আবার স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন প্রক্রিয়াও তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ রাখা যাচ্ছে না। ফলে প্রতিদিন কোটি টাকা লোকসান গুনছেন হ্যাচারি মালিকরা। পোলট্রি শিল্পের সঙ্গে জড়িত খামারি ও খাদ্য উৎপাদনকারীরাও এ লোকসানের বোঝা বইছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, যশোরাঞ্চলে আফিল হ্যাচারি, কাজী ফার্মসহ পাঁচটি হ্যাচারিতে প্রতিদিন চার লাখ বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদনে হ্যাচারি মালিকদের খরচ হয় ৩২ টাকা। করোনার প্রভাবে পোলট্রি মুরগির বেচাকেনায় ধস নেমেছে। হ্যাচারি থেকে খামারিরা বাচ্চা কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন। যশোরের সবচেয়ে বেশি বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আফিল এগ্রো লিমিটেড। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন এক লাখের বেশি বাচ্চা উৎপাদন করে।

এ ফার্মের টেকনিক্যাল ম্যানেজার তোফায়েল আহমেদ বলেন, ডিম পাড়ানোর চার মাস আগে একটি মুরগি প্রস্তুত করা হয়। এ মুরগি টানা দেড় বছর ডিম দেয়। প্রতিদিন বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ২১ দিনের ডিম ইনকিউবেটর মেশিনে চাপাতে হয়। একদিন বয়সী বাচ্চা বিক্রি করা হয়। বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ করতে হলে কমপক্ষে ২১ দিন অপেক্ষা করতে হয়। আবার উৎপাদন প্রক্রিয়া একবার বন্ধ করলে পুনরায় চালু করতে অনেক ব্যয় হয়। সে ক্ষেত্রে হ্যাচারি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। এতে প্রতিষ্ঠানটি শতাধিক কোটি টাকার লোকসানের মুখে পড়বে।

পোলট্রি শিল্পের সবচেয়ে বড় বিপণন কোম্পানি তামিম মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) খন্দকার ইউসুফ হাসান জানান, একদিন বয়সী প্রতিটি বাচ্চা উৎপাদনে খরচ হয় ৩২ টাকা। কিন্তু বর্তমানে বাজারে বিক্রি হচ্ছে এক টাকারও কম। তাও আবার ক্রেতা খুঁজে আনতে হচ্ছে। শুধু বাচ্চা নয়, খেয়ার মুরগির ডিম ও পোলট্রি ফিডের ওপরও এর প্রভাব পড়েছে। তার দেয়া তথ্যমতে, যশোরাঞ্চলে আফিল, কাজী, টাক, প্রভিটা ও প্যারাগনের ফিড মিল রয়েছে। এসব মিলে প্রতিদিন ৬০০ থেকে ৮০০ টন ফিড উৎপাদিত হয়। চাহিদা কমে যাওয়ায় ফিডের বেচাকেনাও কমে গেছে।

তামিম মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের উপব্যবস্থাপক (ব্রয়লার) আবদুল মুকিত জানান, যশোরাঞ্চলের এক হাজার খামার থেকে প্রতিদিন গড়ে ১১ লাখ কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে শুধু আফিল ফার্ম থেকে উৎপাদিত হয় দিনে ২৫ হাজার কেজি। এক কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস উৎপাদনে খরচ হয় ১১০ টাকা। বর্তমানে বাজার পড়ে যাওয়ায় প্রতি কেজি ৪০-৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ডিমের বাজারও পড়তির দিকে।

তিনি বলেন, যশোরাঞ্চলে প্রতিদিন ৫ লাখ ডিম উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে আফিল ফার্ম উৎপাদন করে ৪ লাখ। প্রতিটি ডিম উৎপাদনে খরচ সাড়ে সাত টাকা। বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ছয় টাকা।

বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, করোনাভাইরাসের প্রভাবে পোলট্রি খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সাধারণ ক্রেতারা পোলট্রি কেনা থেকে বিরত থাকছেন। এ কারণে খামারিরাও উৎপাদিত মুরগির দাম পাচ্ছেন না। ছোট ছোট খামারি এরই মধ্যে উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। বড় ব্যবসায়ীরা উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। লোকসানের কারণে অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আফিল এগ্রো লিমিটেডের পরিচালক মাহাবুব আলম লাবলু। তিনি এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকারের দৃষ্টি কামনা করেছেন।

খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. জামিনুল ইসলাম মোল্লা বণিক বার্তাকে বলেন, করোনার প্রভাবে যশোরাঞ্চলে পোলট্রি শিল্প আঘাত পড়েছে বলে জানতে পেরেছি। পোলট্রির মাংস ও ডিম খেলে কোনো ক্ষতি নেই। বরং উপকারই এতে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। সম্প্রতিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু লোক পোলট্রির মাংস নিয়ে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তার কোনো ভিত্তি নেই। তিনি সবাইকে দুধ ডিম মাছ মাংস খাওয়ার পরামর্শ দেন।